Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 65
January-March 2021

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

The Role of Islamic Banking in Socio-economic Development of Bangladesh

Muhammad Habibur Rahman*

ABSTRACT

The contribution of Islamic banking system to the socio-economic development and poverty alleviation of any country has now been recognized and proven worldwide. The world has already witnessed this during the last economic recession. Islamic banking has already emerged as a real alternative to the conventional banking system. Bangladesh is a developing country of the third world. Although almost four decades of independence have been over, the desired goal of socio-economic development and poverty alleviation of this country has not been realized yet. In this situation, the shortcomings of conventional banking system, and contribution and logicality of its Islamic counter have been inviting huge discussion. Given that the contribution of Islamic banks to the socio-economic development of Bangladesh has been briefly discussed in the present article. In writing the article, descriptive-analytical method has been adopted. The article has analyzed various books, articles, website data and the latest annual survey report of Islamic banks, functioning in Bangladesh, published on the subject matter and attempted to show the efficacy of Islamic banking system in the socio-economic development of Bangladesh. It has been proved from the findings of the study that Islamic banking system is more operative and successful than its conventional counterpart in the socio-economic development of this country.

Keywords: Bangladesh; socio-economic development; Islamic Banking; poverty; Investment.

সার সংক্ষেপ

যে-কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সক্ষমতা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও প্রমাণিত। বিগত অর্থনৈতিক মন্দার সময় সারা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রকৃত বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতার প্রায় ৪ যুগ পূর্ণ হলেও এখনো এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংক তথা আর্থিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা ও যৌক্তিকতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Descriptive-Analytical Method) অবলম্বন করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, নিবন্ধ, ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যকারিতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে এ কথা প্রতিভাত হয়েছে যে, এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার তুলনায় অধিক সফল ও কার্যকর।

মূলশব্দ: বাংলাদেশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ইসলামী ব্যাংকিং, দারিদ্র্য, বিনিয়োগ

* Muhammad Habibur Rahman is an executive of Islami Bank Bangladesh Limited. email: habibur.ibbl@gmail.com

১. ভূমিকা

বিশ্বের ৮ম জনবহুল এবং চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ (BNP 2020)। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশ প্রায় ৪ যুগ পূর্বে অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আত্ম-নির্ভরশীল ও বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার দৃঢ় প্রত্যয়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও বার বার ক্ষমতার হাত বদল হওয়া ছাড়া এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তেমন সফলতা অর্জিত হয়নি। ধনী-দরিদ্রের আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। অতিধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ অর্জন করেছে বিশ্বে প্রথম স্থান (*Prothom Alo*, Jan. 20, 2019)। দেশের মাত্র ১০% ধনী পরিবারের হাতে মোট আয়ের ৩৮% কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে (*Bonik Barta*, Mar. 12, 2018)।[১]

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারা—সবকিছুই জনগণের ব্যাপক কল্যাণে নিবেদিত। ইসলামী বিধান অর্থাৎ শরী'আহ্-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও

১. 'ইউএনডিপির পর্যবেক্ষণ : ১০ শতাংশের হাতে সবকিছু কেন্দ্রীভূত হচ্ছে' শিরোনামে পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনী পরিবারের হাতে মোট আয়ের ৩৮ শতাংশ। আয়-বণ্টনব্যবস্থার এ কেন্দ্রীভবনের জন্য রেন্ট সিকিং (লুটপাট ও দুর্নীতি) প্রবণতাকে দায়ী করছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। সংস্থাটি বলছে, আয়ের এত বড় অংশ কীভাবে মাত্র ১০ শতাংশের হাতে কুক্ষিগত হলো, তা বুঝতে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে অবাধে ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দেওয়া, পুঁজিবাজার কারসাজি, কর ফাঁকি, সরকারি কেনাকাটা ও ব্যয়ে দুর্নীতি—সর্বোপরি ভূমি দখলের ঘটনাগুলোই যথেষ্ট। এ প্রক্রিয়ায় গুটিকয় মানুষের হাতে আয়-বণ্টন কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ হলো, জাতীয় আয়ে বাকিদের অংশ কমছে। ইউএনডিপি বলছে, আয়ের কেন্দ্রীভবন এত দ্রুত ঘটছে যে, সম্পদশালী পরিবারগুলো আরো বেশি ধনী হচ্ছে, অন্যদিকে আরো বেশি নাজুক হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী (*Bonik Barta*, Mar. 12, 2018, p-1)।

পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা জাতি, ধর্ম, বর্ণভেদে সকল মানুষের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

আলোচ্য প্রবন্ধে সাধারণভাবে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ এবং সেসব অন্তরায় দূরীকরণে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ কীভাবে ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছ। যা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে মানুষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে এবং এ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ভুল ধারণা অপনোদনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। প্রবন্ধের শেষাংশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আরও কতিপয় করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ইসলামী ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণ তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা পেতে পারেন।

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic development) বলতে মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো বুঝায়, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়। যেমন জিডিপি, জীবনমান, শিক্ষার হার-এর উন্নতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ইত্যাদি।

Developing Knowledge Societies for Distinct Country Contexts গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> Socio-economic development is the process of social and economic development in a society. Socio-economic development is measured with indicators, such as GDP, life expectancy, literacy and levels of employment. Changes in less-tangible factors are also considered, such as personal dignity, freedom of association, personal safety and freedom from fear of physical harm, and the extent of participation in civil society program.
>
> আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি সমাজের রূপান্তর প্রক্রিয়া। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কতিপয় নির্দেশকের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। যেমন জিডিপি, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, সাক্ষরতা, এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণ। কম দৃশ্যমান বিষয়াদিও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়। যেমন আত্মসম্মান, সংগঠনের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শারীরিক আঘাতের শংকা থেকে মুক্তি এবং সুশীল সমাজের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাত্রা (Lopes & Baguma 2020, 6)।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদে সমৃদ্ধ এদেশের সম্পদের সুষম ও ন্যায্য বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার—এসব সূচকের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার হতে পারে।

২.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ প্রধানত চার ধরনের:

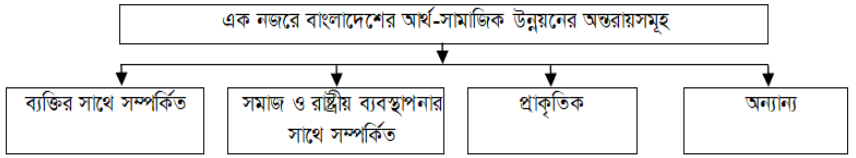

নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

২.১.১ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

ব্যক্তির অলসতা, কর্মবিমুখ মানসিকতা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক বড় অন্তরায়। শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা না করে পরনির্ভরশীলতা, আড্ডাবাজি, অলস সময় কাটানো অনেকের নিকট এক ধরনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ শিক্ষার আলো বঞ্চিত। কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা বেকারত্ব বাড়াচ্ছে' (*Kashem* 2016, 1)। অন্য একটি দৈনিকের ভাষ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার বাড়ছে। মাত্র সাত বছরে এ হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আইএলও-র প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি (Begum 2019, 4)। অপ্রয়োজনীয় শিক্ষার কারণে দেশের শ্রমশক্তি উচ্চমজুরি থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজের জন্য দারিদ্র্য ডেকে আনে। আবার নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার কারণে ব্যক্তি দুর্নীতিপরায়ণ হয় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। অন্যদিকে তথাকথিত 'Instant Gratification' বা 'তাৎক্ষণিক তুষ্টিলাভ'-এর প্রবণতায় আসক্ত সামর্থ্যবান বহুলোক অনর্থক ভোগ-বিলাস, প্রেম-পরকীয়া, তথা 'খাও-দাও ফুর্তি করো' জাতীয় কাজে অর্থ-সম্পদের অপচয় করে থাকে। ফলে একদিকে যেমন সামাজিক ভারসাম্য বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হওয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখে না।

এছাড়া আধ্যাত্মিকতার দাবীদার কতিপয় মুসলিম মনে করে যে, দারিদ্র্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিত্যাজ্য এক নিয়ামত। এরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করে না। এমনকি কেউ কেউ হাদিস হতে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ইসলাম ও দারিদ্র্য অবিচ্ছেদ্য। যেমন এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا

> হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্রের জীবন দান কর। দরিদ্রদের মতোই মৃত্যুবরণ করতে দাও এবং কিয়ামাতের দিন দরিদ্রদের সঙ্গেই পুনরুজ্জীবিত করো (একথা শুনে) আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন এরূপ বলছেন? তিনি বললেন, হে আয়েশা! তারা তো তাদের সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে (Al-Tirmīdhī 2004, 2294)।

অথচ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূলে করিম ﷺ প্রার্থনা করতেন,

> وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ
>
> (হে আল্লাহ!) আমি দরিদ্রতার দুর্দশা হতে তোমার নিকট পানাহ চাই (Al-Bukhārī N.D, 5815)।

উভয় হাদিসের এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, ইসলাম দরিদ্রতাকে অনুৎসাহিত করে কিন্তু দরিদ্রকে ভালবাসে।

খেলাপি প্রবণতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। টিআইবি পরিচালিত 'ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৯ সালের শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা, যা ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ১৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১০ বছরে বৃদ্ধি ৪১৭ শতাংশ। এ সময়ে প্রতিবছর গড়ে ৯ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা খেলাপি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে টিআইবি বলেছে, ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ছিল দুই লাখ ৪০ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা; এর সঙ্গে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ ৫৪ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা যোগ করলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা (*Kalerkontho*, Sep. 23, 2020)। বিপুল পরিমাণ ঋণ/বিনিয়োগ অনাদায়ী থাকায় জাতীয় অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।

২.১.২ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

সম্পদের অসম বণ্টন ও ইনসাফবিহীন সমাজব্যবস্থাকে যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় মনে করা হয়। FAO-এর মতে, বিশ্বে যত খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়, তা সঠিকভাবে বণ্টিত হলে একজন মানুষেরও খাদ্যাভাব হত না (Ahmad 2006, 60)। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক প্রবন্ধে বলেন, 'গরিব মানুষ দারিদ্র্যের জন্য দায়ী নয় বরং আমাদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই এ অবস্থার জন্য দায়ী' (Yunus 2009, 7)। এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ড. ইউনূস বলেন, ২০১৫ সালে পৃথিবীর মোট সম্পদের ৮৫ ভাগ ছিল ৮০ জন ধনী লোকের হাতে। সম্পদের এই বৈষম্য এবং কিছু লোকের হাতেই সব সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে যাওয়া আজকের অর্থনীতির মূল সংকট (*Prothom Alo*, Feb. 5, 2016)। সরকারি তথ্যমতে বাংলাদেশের আয় বৈষম্যের একটি চিত্র।

চিত্র-১: বাংলাদেশের আয় ও সম্পদের বৈষম্য

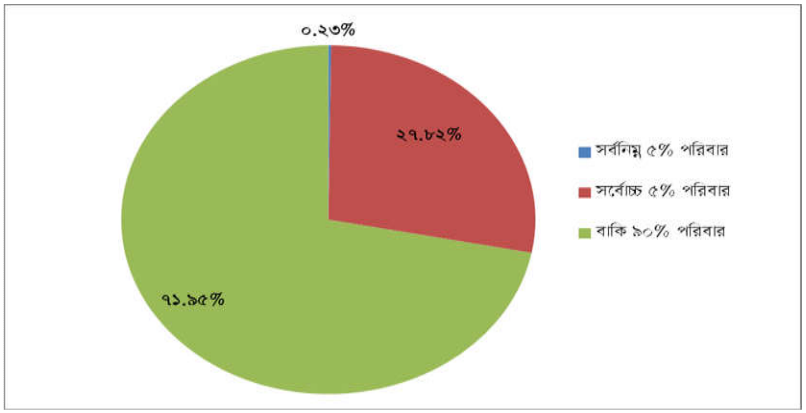

(BER 2020, 234)

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আরো কতিপয় অন্তরায় হচ্ছে সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি। সুদের কারণে উদ্যোক্তা ও সচ্ছল ব্যক্তির সংখ্যা কমে যায়, বেকার ও আয়হীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুদ পুঁজিপতির সম্পদকে ফাঁপিয়ে তোলে। সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয়। সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। সুদি সমাজে শোষক ও শোষিতের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক অস্থিরতা, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

অধুনা ক্ষুদ্রঋণের প্রতি মানুষ ঝুঁকছে, কিন্তু সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। বরং সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রায় লক্ষাধিক[২] বেসরকারি সংস্থা এবং এখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন মাল্টিপারপাস সংস্থার সুদি ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়-এর ভাষা ছিল এরকম, 'মাত্র তিন দশক আগে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় যাত্রা শুরু করে অনেকের আঙুল ফুলে বটবৃক্ষ হলেও দরিদ্র

২. বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিওর সংখ্যা নিয়ে রয়েছে ব্যাপক ধূম্রজাল। সরকারের NGO Affairs Bureau-এর ওয়েবসাইটে (www.ngoab.gov.bd) ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত বাংলাদেশে এনজিও-এর সংখ্যা ২৫১২টি উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এর বহু আগেই ২০০৯ সালে দৈনিক আমাদের সময়ের একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'দেশে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে ৬০ হাজারেরও বেশি এনজিও, অনুমোদন রয়েছে ৪১৮টির' (*Amader Somoy*, Sep. 9, 2009)। অন্যদিকে বিগত ১৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এনজিও সংখ্যা আড়াই লাখ। এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ৫৬ হাজার, সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে দেড় লাখ, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ১৬ হাজার এবং এনজিও ব্যুরোতে আড়াই হাজার এনজিও দেখানো হয়েছে। আড়াই লাখের মধ্যে ৫৫ হাজার এনজিও নিষ্ক্রিয় এবং ৪৮ হাজার ৮০৩টিকে সক্রিয় বলা হয়েছে (*Prothom Alo*, Jan. 15, 2010, p-1)।

মানুষ দরিদ্রই রয়ে গেছে' (*Ittefaq*, Aug.25, 2008)। সম্প্রতি একটি সংবাদ মাধ্যমে Microcredit Regulatory Authority-এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সীমাহীন অভিযোগ রয়েছে। তবে মোটা দাগে অভিযোগ ৫টি। চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হলো:

চিত্র-২: প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ৫টি বড় অভিযোগ

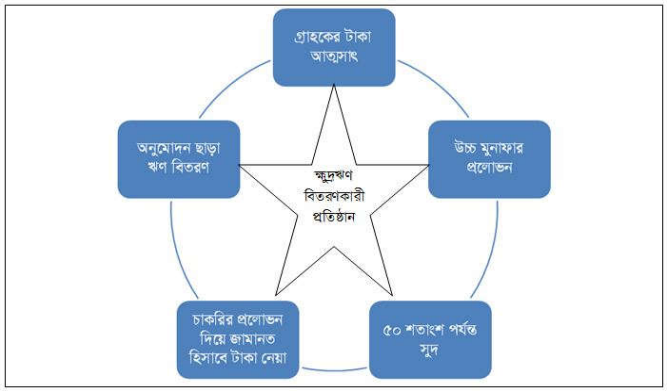

(SNN24, Nov. 27, 2017)

'গ্রামের ভূ-স্বামী ও মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে ভূমিহীন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি সাধন'—এই শ্লোগান নিয়ে সুদভিত্তিক এনজিওগুলো মূলত নতুন বোতলে পুরাতন মদই পরিবেশন করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এদের সুদের হার সুদি মহাজনদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি সুদভিত্তিক এনজিওগুলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দেশে লক্ষ লক্ষ নতুন সুদি মহাজন সৃষ্টি করছে।[৩]

বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরাচ্ছে দুর্নীতি নামক এক ভয়ংকর অক্টোপাস। দুর্নীতি বিষয়ে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত দারিদ্র্য বিমোচন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, দুর্নীতিই বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ (*Janakatha*, Nov. 14, 2009)। দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ জরিপের ফলাফলে

৩. এনজিওদের সুদি ঋণের মাধ্যমে মহাজনী ব্যবসা যে বেড়েছে দেশি-বিদেশি বহু সমীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। সুইডিশ সিডা ১৯৯৮ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখিয়েছিল যে, গ্রামীণ ব্যাংকের শতকরা ৬০ ভাগ ঋণগ্রহীতা ঋণ নিয়ে মহাজনী কাজে খাটায়।
উল্লিখিত রিপোর্টে এনজিওদের মাইক্রোক্রেডিটকে অন্তঃসারশূন্য banking buble আখ্যায়িত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।
উপর্যুক্ত রিপোর্টে দেশের ১৭টি জেলায় কেস স্টাডি করে দেখানো হয়েছে যে, একজন মহিলা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ৫ হাজার টাকাই গ্রামের অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে লগ্নি করে। এর বিনিময়ে তিনি সাত মাস পর ১০ মন ধান পান এবং নবম মাসে তাকে আসল ৫০০০/- টাকা ফেরত দেওয়া হয়। স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসব মহিলা আংশিক কিস্তির টাকা পরিশোধ করে। লগ্নির টাকা চূড়ান্ত ঋণ পরিশোধে তাদের সহায়তা করে (SIDA, 1998)।

জানানো হয়, ২০১৭ সালে বিভিন্ন সেবা পেতে জনগণকে ১০ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকারও বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে। যা সেবছরের দেশের বাজেটের ৩ দশমিক ৪ শতাংশের সমতুল্য। ২০১৫ সালে ঘুষের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৮২১ কোটি টাকা (*Daily Star*, Aug. 30, 2018)।

চিত্র-৩: টিআইবি জরিপে বাংলাদেশের দুর্নীতি

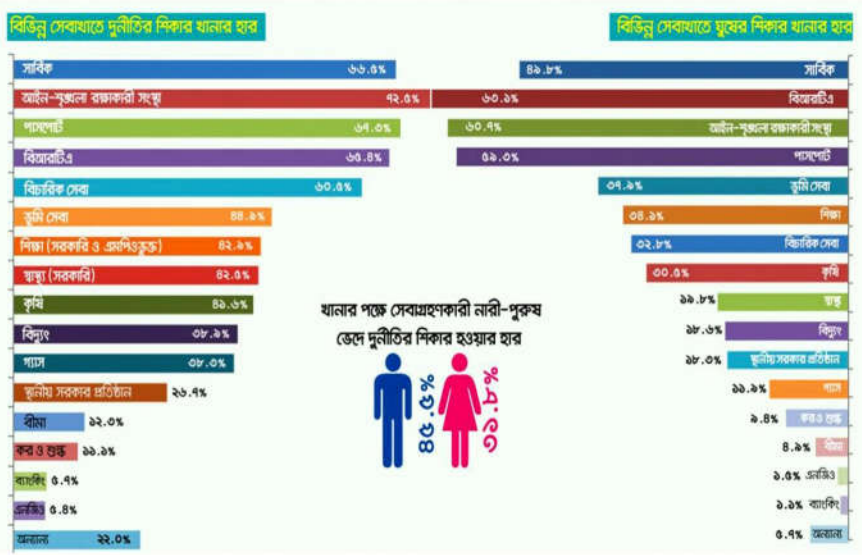

(*Daily Star*, Aug. 30, 2018)

কর্মসংস্থান ও উপযোগী কর্মপরিবেশের অপ্রতুলতা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে আরেকটি বড় অন্তরায়। বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্ট-এর প্রতিবেদনমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার (*Prothom Alo*, Mar. 2, 2014)। আইএলওর হিসাবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। তাদের মতে, বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম (*Amadershomoy*, Jul. 2, 2017)। অন্যদিকে উপযোগী কর্মপরিবেশের অভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (নারী) অর্থনীতিতে যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না।

ত্রুটিপূর্ণ এবং অস্থিতিশীল বাজারব্যবস্থা, অশুভ সিন্ডিকেট, কালোবাজারি, মজুতদারি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাসা ভাড়া, পরিবহন, চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতে ব্যয়। সরকারি-বেসরকারি সেবার দামও বাড়ছে (*Alokito Bangladesh*, Nov. 16, 2017)। সে অনুপাতে বাড়ছে না মানুষের আয়। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান কমছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

২.১.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, সিডর, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ফসলে পোকার আক্রমণ, নদীভাঙন ইত্যাদি কারণেও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মানবজীবনে জলবায়ুর প্রভাব' শীর্ষক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামীতে আবহাওয়া, কৃষি, স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, নগরায়ণ ও অভিবাসনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে জলবায়ু পরিবর্তন। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ১৭ ভাগ এবং গম উৎপাদন ৬১ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে (*Inqilab*, Jul. 16, 2017)। একই কারণে বাংলাদেশের ৭ কোটিরও বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে বেশ কয়েক বছর আগে ইউএনডিপির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল (UNDP 2008, 9)।

২.১.৪ অন্যান্য

এছাড়া ব্যাংকিং বৈষম্যের কারণেও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনমতে, দেশের ব্যাংকিং বিনিয়োগের শতকরা মাত্র দশ ভাগ যাচ্ছে গ্রামীণ জনপদে। বাকি নব্বই ভাগ বিনিয়োগ হয় শহরে। ব্যাংকিং সেবায় এই বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে না, বাড়ছে না কর্মসংস্থান। অবশ্য বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এবং এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের দারিদ্র্যের চিত্র

সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। যা ২০১০ সালে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে (*Inqilab,* Jan. 5, 2019)। ২০১৬ সালের বিবিএস চূড়ান্ত রিপোর্টে (মে ২০১৯-এ প্রকাশিত) দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছিল ২১ দশমিক ৮ শতাংশে (*Jugantor,* Jan. 27, 2021)। সর্বশেষ সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) কর্তৃক ২০২০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশ (SANEM 2021)।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। পরকালীন কল্যাণের পাশাপাশি মানুষের পার্থিব কল্যাণ ও উন্নতিও ইসলামে অনুমোদিত, কাঙ্ক্ষিত। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়াতে তোমার অংশ ভুলে যেও না (Al-Qurān, 28:77)।

মানবরচিত মতবাদে কেবল বৈষয়িক বা বস্তুগত কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়; আত্মিক, নৈতিক ও মানবিক উৎকর্ষ সেখানে উপেক্ষিত। অথচ আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত বস্তুগত উন্নতি কোন সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই নির্দিষ্ট তথা হালাল-হারাম বা বৈধতার সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যাতে উন্নয়নের পেছনে ছুটতে গিয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম-নিপীড়ন বা অন্যের অধিকার হরণের মত অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যই এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য উভয় জগতের সমন্বিত উন্নয়ন বা কল্যাণ সাধন। এরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর তাদের মধ্যে যারা বলে হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর (Al-Qurān, 2:201)।

৫. ইসলামী ব্যাংকিং

১৯৭৮ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

> Islami Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Sharia and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations. অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদ বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (Mannan 2008, 81)।

মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাক্ট অনুযায়ী,

> Islamic banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the Religion of Islam. অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা বলতে এমন ব্যাংকিং ব্যবসাকে বোঝায় যার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না-এমন কোন উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না (Commonwealth Legal Information Institute 2021)।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Guidelines for Islamic Banking-এ বলা হয়েছে,

> Islamic Banking Business means such banking business, the goals, objectives, and activities of which is to conduct banking business/activities according to the principles of Islamic Shari`ah and no part of the business either in form and substance has any elements not approved by Islamic Shariah. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা বলতে এমন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবসাকে বোঝায় যার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

হচ্ছে শরী'আহ্ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকিং/ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ব্যবসার বাহ্যিক বা অন্তর্নিহিত কোনও অংশেই শরী'আহ্ অননুমোদিত কোন উপাদান থাকে না (BB Guidelines 2009, 1)।

১৯৬৩ সালে মিশরে সর্বপ্রথম আধুনিক ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়। এর পর সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র:

সারণি-১: বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি চিত্র

বিস্তৃতি	ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	সম্পদের পরিমাণ
বিশ্বের ৮০ টি দেশে	প্রায় ১৪০০	প্রায় ২.৪০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার

(Global Finance 2020)

৫.১ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার বিপরীতে কল্যাণধর্মী ব্যাংকব্যবস্থা হিসেবে অল্প সময়ে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের এই বিপুল সমর্থন ও আগ্রহ থেকে পরবর্তীকালে আরো বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো খোলা হয়। ডিসেম্বর-২০১৯ পর্যন্ত দেশে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের মোট ১২৭৩টি শাখা, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ১৯টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৮৮টি উইন্ডো-এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে (BB 2019-A, 1)। নিম্নের সারণিতে দেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকমূহের একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২: বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকমূহের একটি পরিসংখ্যান (ডিসেম্বর-২০১৯)

ক্রম	ব্যাংকের নাম (বর্ণ ক্রমানুসারে)	প্রতিষ্ঠা-কাল	শাখা সংখ্যা	ডিপোজিট (মিলিয়ন টাকায়)	বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকায়)	এমপ্লয়ি
১	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	১৮২	২৯৭২৪১.৮১	২৮৮৪৮৬.০২	৩৭৯৫
২	এক্সিম ব্যাংক লি.	১৯৯৯	১৩০	৩৫৫৮১৬.৫২	৩৪৩২৮৭.৪০	২৯৬২
৩	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৯	১৮৪	৩৭৬৬০৯.৭০	৩৬৪০২৯.৯৬	৪২০৩
৪	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৮৭	৩৩	১১৯৬০.৩৯	৮৪৫৮.০৭	৫৬৬
৫	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৮৩	৩৫৭	৯৪৬২৯১.৫৩	৮৯৯০১৩.২১	১৬৮০৭
৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২০০১	১৩২	২০৩৩৮৪.০০	১৯৭২৮৬.০০	২৬৫২
৭	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	১৬১	২৮৭৯৩৬.৬৬	২৬৪২৬৮.৫৯	২৯৪৭
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	২০১৩	৮৭	১৪৮৫৮৩.৭৭	১১৯৯৩৪.৩৯	১৪৭৭
মোট			**১২৬৬**	**২৬২৯৪৬০.৫৩**	**২৫১১২৮৮.৮২**	**৩৫৫১২**

(Annual Report of IBs 2019)

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মার্কেট শেয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ। নিম্নের সারণিতে তা উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৩: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকমূহের মার্কেট শেয়ার

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	সকল ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংকসমূহ (প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোসহ)	মার্কেট শেয়ার
মোট ডিপোজিট	১১৩৬৯৭৯৬.০০	২৮০২২৭৮.০৩	২৪.৬৫ %
মোট বিনিয়োগ	১০৫৮৭০৭৩.০০	২৬২৭৫১৯.৯৪	২৪.৮২ %
রেমিট্যান্স	৪১৪০৯০.৮০	১৪৬৩২৪.৯৭	৩৫.৩৪ %
শাখা সংখ্যা	১০৫৭৮	১৩৮০	১৩.০৫ %

(BB 2019-A, 2)

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট ডিপোজিট একাউন্ট সংখ্যা ১,৯৪,০৬,৪১৬ (BB 2019-B, 8)[৪]। ইসলামী ব্যাংকিং-এর দ্রুত প্রসার ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে,

> The Islamic banks have continued to show strong growth since its inception, as reflected by the increasing market share of the Islamic banking sector in terms of assets, financing and deposits compared to the total banking system." অর্থাৎ শুরু থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। যা মোট ব্যাংকিং ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সম্পদ, বিনিয়োগ ও ডিপোজিটের ক্ষেত্রে বর্ধিত মার্কেট শেয়ারে প্রতিফলিত হয়েছে (BB 2017, 41)।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রবৃদ্ধির একটি চিত্র নিম্নরূপ:

চিত্র-৪: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯)

(BB 2019-C, 46)

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ডিপোজিট হিসাব-এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল:

ক্রমিক	হিসাবের ধরন	হিসাব সংখ্যা
১	চলতি হিসাব	৭২০,৬৩০
২	সঞ্চয়ী হিসাব	১,৩১,৭৩,৮৭৭
৩	বিশেষ নোটিশ হিসাব	৫১,৫২৪
৪	মেয়াদী হিসাব	১৫,১১,০৮৭
৫	পেনশন স্কীম হিসাব	৩৬,৩৯,৪৭০
৬	অন্যান্য	৩,০৯,৮২৮
মোট ডিপোজিট হিসাব		**১,৯৪,০৬,৪১৬**

(Scheduled Banks Statistics, Oct-Dec'2019, Bangladesh Bank, Table-7, P-8.)

৬. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের কতিপয় ইতিবাচক প্রভাব

এ পর্যায়ে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতামূহ দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন সাধনে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন উপস্থাপনের চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

৬.১ সকল কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন এবং নৈতিকতার অনুশীলন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তি

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

অতপর আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের (শরী'আহ্) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন (Al-Qurān, 45:18)।

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা শরী'আহ্ পরিপালন কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুধু নয় বরং বিশ্ব মানবতার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের মূল চাবিকাঠি।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ৫ নং পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংক-এর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে একথা সুস্পষ্ট যে, শরী'আহ্ পরিপালন ও সুদ বর্জন ব্যতীত ইসলামী ব্যাংকিং হতে পারে না। কারণ শরীআহ্ পরিপালনের বাধ্য-বাধকতা ও সুদের নিষিদ্ধতা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলীল দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় এবং মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় সুদ সকল ধর্মেই ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহ একদিকে সুদ নির্মূলের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। অন্যদিকে গারার (অনিশ্চয়তা/প্রতারণা) ও মাইসির (জুয়া) বা ফটকামূলক লেনদেন পরিহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কল্যাণে ভূমিকা রাখে।

লেনদেনে শরী'আহ্ পরিপালনের পাশাপাশি ব্যাংকিং কার্যক্রমে নৈতিকতা অনুশীলনেও ইসলামী ব্যাংক বদ্ধ পরিকর। আমানত, বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরী'আহ্সম্মত এবং কল্যাণধর্মী প্রোডাক্ট অনুশীলন করে।[৫] যেনতেন প্রকারে মুনাফা অর্জন না করে নৈতিকতাপূর্ণ উপায়ে মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবশ্য পালনীয়

৫. আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আল ওয়াদিয়াহ (ব্যবহারের অনুমতি সহ আমানত) বা ক্বর্দ এবং মুদারাবা (এক পক্ষের পুঁজি অপরপক্ষের শ্রম ও মেধা খাটিয়ে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং লোকসান হলে পুঁজিদাতা বহন করে) সহ বিভিন্ন শরী'আহ্সম্মত কল্যাণকর পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সরাসরি কোন ঋণ আদান-প্রদান করা হয় না, বরং প্রকৃত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয়। যেমন বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, ইসতিসনা, ইজারা ইত্যাদি। কোনরকম ধারনা বা কল্পনাপ্রসূত সম্পদ বা সেবায় অর্থায়ন করা হয় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল, বাই আস সরফ, ওয়াক্বালা ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি পদ্ধতিই সুদ, গারার ও মাইসিরমুক্ত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মূলনীতি। আর নৈতিকতার অনুশীলন যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তি।

৬.২ ইসলামী ব্যাংকসমূহের গ্রাহক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্ভাব্য গ্রাহকদের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য AAOIFI নির্ধারিত নিম্নোক্ত screening criteria অনুসরণ করে; যার মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতে নৈতিকতার বিস্তার ঘটে।

ক) সম্ভাব্য গ্রাহকের ব্যবসায় শরী'আহ্ নীতি পরিপালনের ব্যাপারে পর্যালোচনা।

খ) বিনিয়োগ গ্রাহকদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে অনুসৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা।

গ) তৃতীয় কোন পক্ষ মানি লন্ডারিং-এর মত কোন অপরাধমূলক কাজে ব্যাংককে যেন ব্যবহার করতে না পারে।

ঘ) দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য গ্রাহককে প্রদেয় বিনিয়োগের প্রভাব পর্যালোচনা।[৬]

৬.৩ গ্রাহকের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ

গ্রাহকদের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে পলিসি অনুসরণ করে তার মধ্যে রয়েছে:

ক. গ্রাহকের উপর কঠিন শর্তের কোন বোঝা চাপানো হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ব্যাংকের সব ধরনের ফরম ও চুক্তিপত্র শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড/কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

খ. ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ব্যাংকিং প্রোডাক্ট মার্কেটিং সংক্রান্ত ডকুমেন্ট নৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণকরণ। শুধু মুনাফার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান না করা।

৬. AAOIFI -এর ভাষায়: The policy stipulating the screening criteria may include provisions:

i. for review of the compliance of prospective client's investments with Islamic law., among other aspects, if any, based on the discretion of the IFI,
ii. requiring that effective screening processes are in place to prevent third parties from using the iFI to engage in criminal activities such as money laundering,
iii. for review of the prospective client's compliance with principles ad rules of CSR as contained within this standard,
iv. for review of the impact of the prospective client's investment on the economy, society and the environment.
v. stating that any future abrogation to the terms of the financing, as stipulated under this policy, will result in violation of contractual terms (with remedy to be decided b the IFI)''

[Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) No. 7, AAOIFI, Ibid, পৃ-৭৩ (প্যারা ১৪)।]

গ. ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রাহকের অধিকার ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ।

ঘ. ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে গ্রাহকের যোগ্যতা এবং গ্রাহকের অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক কল্যাণে বিনিয়োগের প্রভাব বিবেচনা।

ঙ. মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার উপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করার ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডের মতামত ও আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়া।

ছ. অসচ্ছল গ্রাহকের নিকট থেকে পাওনা আদায়ে বিলম্বের নীতি।

এছাড়া বিনিয়োগ গ্রাহককে অতিরিক্ত ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ একদিকে বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে যেমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (ex ante measures) গ্রহণ করে, তেমনি গ্রাহক আর্থিক অসচ্ছলতায় পতিত হলে তখনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (ex post measures) গ্রহণ করে।[৭]

৬.৪ মানুষের সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বৃদ্ধি পায়, জনগণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের অনুপস্থিতি এবং অংশীদারি ভিত্তিক অর্থায়নের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পায়, তাদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সুদি ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বেশি হয়। ইসলাম বৈধ পথে আয়-উপার্জনে যেমন উৎসাহিত করেছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনি মধ্যম পন্থা বা মিতব্যয়িতার পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া বিলাসিতামূলক ব্যয়, অপচয় এবং অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি অধিকতর দ্রুত হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই (Hossain 2004, N.P)।

৬.৫ বিনিয়োগ বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হওয়ায় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে

সুদি ব্যবস্থায় ঋণের উৎপাদনশীলতার চেয়ে সুদসহ ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয় বলে অনুৎপাদনশীল ও ফটকামূলক খাতেও ঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই-এর পর প্রকল্পের মুনাফাজনীনতার ক্রমানুসারে কারবার ও প্রকল্পসমূহ সাজিয়ে নেওয়া হয় এবং সর্বোচ্চ লাভজনক কারবার থেকে শুরু করে

৭. Center for Islamic Finance, Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF)-এর পরিচালক জনাব সাইদ ফারুক বলেন, বিনিয়োগপূর্ব ব্যবস্থা (ex ante measures) বলতে ব্যাংক যেন গ্রাহকের দুর্বলতার সুযোগে এমন কোন শর্ত তার উপর চাপিয়ে না দেয় যা অযৌক্তিক ও ন্যায়-ইনসাফের পরিপন্থী। এছাড়া ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের নীট আয়ের সম্ভাব্যতা এবং তার ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা পরিমাপ করবে আর গ্রাহক তার ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার উপর কী ধরনের দণ্ড আরোপিত হবে সে সম্পর্কে চুক্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। গ্রাহকের ব্যক্তিগত কিংবা তার নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কোন কারণে ex ante ব্যবস্থা গ্রাহকের দুরাবস্থা প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে ex post ব্যবস্থা হিসেবে উভয়পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তার বিস্তারিত বিবরণও চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমে নিম্ন থেকে নিম্নতর লাভজনক কারবারে মূলধন যোগান দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল খাতে (লাভজনক হলেও) বিনিয়োগ বরাদ্দের কোন সুযোগ নেই। তাই অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৬.৬ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশি হয় বলে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়

সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক আয় ইতিবাচক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা বাড়তে থাকে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। সুদি ব্যবস্থায় সুদের হার বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফার উপর বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সেখানেই থেমে যায়।

কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের হার শূন্য হয়। এই ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক আয় ইতিবাচক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা বাড়তে থাকে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। এই সর্বোচ্চ মুনাফা পূর্বনির্ধারিত অনুপাত অনুসারে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে উভয়ের মুনাফা হয় সর্বাধিক এবং ফলে আয়ের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে থাকে।

৬.৭ প্রকৃত পণ্যে (রিয়েল ইকোনমি) অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়

রিয়েল ইকোনমি[৮]-এর চেয়ে ফাইনান্সিয়াল ইকোনমি[৯]-এর মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রকৃত পণ্য, সেবা ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে থাকে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার হয় এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়। 'ইসলামী ব্যাংক টাকার বেচাকেনা করে না। পণ্যের বেচাকেনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পণ্য নিয়ে কেনাবেচা করা হয় বলেই এখানে সম্পদের বুদ্‌বুদ সৃষ্টি হওয়ার কোনো জায়গা নেই। সারা বিশ্বে আর্থিক খাতে যে সমস্যা হয়েছে তার আসল কারণ হলো তারা টাকার বেচাকেনা করে। এজন্য নানা ধরনের টাকার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। অযৌক্তিকভাবে নানা প্রক্রিয়ায় মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করার কোনো এখতিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে নেই। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কোনো ধরনের জালিয়াতি বা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি হওযার সম্ভাবনা নেই' (Mannan 2013, N.P)।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ রিয়েল ইকোনমিতে অর্থায়ন করায় ব্যাংকের অর্থ অনুৎপাদনশীল বা বিলসিতামূলক কোন খাতে ডাইভার্ট হওয়ার সুযোগ কম। এখানে অর্থ পণ্যে এবং পণ্য অর্থে রূপান্তরিত হয় এবং প্রতিটি বিনিয়োগের বিপরীতে পণ্য বা সেবার অস্তিত্ব থাকে বলে খেলাপি কম হয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৮. পণ্য সামগ্রী, বাড়ি, গাড়ি, জমি, মেশিন, কারখানা ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত।

৯. আর্থিক মূল্য রয়েছে এমন ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কাগুজে দলীল যার মূল্য সাধারণত জনসাধারণের ইচ্ছায় ওঠানামা করে। যেমন শেয়ার, ডিবেঞ্চার (ঋণপত্র), বন্ড ইত্যাদি।

বলেছেন, مطل الغني ظلم ‘ধনী ব্যক্তির টালাবহানা জুলুম’ (Al-Bukhārī N.D, 2288)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণখেলাপিদের জানাযা পড়াতে চাইতেন না[১০]। এভাবে ইসলাম খেলাপি সংস্কৃতির উচ্ছেদ করেছে।

৬.৮ অর্থ ও ঋণের বাজার (Loan Market) বিলুপ্ত হয় বলে ফটকাবাজারির সৃষ্টি হয় না

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদকে পরিহার করা হয় এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ বেচাকেনার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং মুনাফার অংশের (Share in Profit) ভিত্তিতে কারবারে আর্থিক পুঁজি (Money Capital) যোগান দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় অর্থ বা ঋণের বাজার বিলুপ্ত হয় এবং গোটা বাজার পুঁজি বাজারে (Capital Market) পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৩০ এর দশকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে ১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক গঠিত ‘‘ইকনোমিক ক্রাইসিস কমিটি’-এর একটি সুপারিশ উল্লেখ করা যেতে পারে। মি. ই ডেনিশ মান্ডির নেতৃত্বে দশ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি তাদের প্রতিবেদনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সৃষ্ট বিপর্যয়কর মন্দার মূল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করে সংকট উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ পেশ করেছে। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরে এর প্রতিবিধানকল্পে কমিটি যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে একটি সুপারিশ ছিল:

> In order to ensure that money performs its true function of operating as a means of exchange and distribution, it is desirable that it should cease to be traded as a commodity. (Abalagh 2021)
> অর্থ (মুদ্রা) যাতে বিনিময় ও বণ্টনের মাধ্যম হিসেবে সত্যিকার অর্থে এর যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য পণ্য হিসেবে অর্থের কারবার বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

৬.৯ কৃত্রিম মুদ্রার সৃষ্টি হয় না; ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা কমে

প্রকৃত পণ্যে অর্থায়নের ফলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কৃত্রিম মুদ্রার সৃষ্টি হয় না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা কমে (Usmānī 2009)। নিম্নে যুক্তরাজ্যে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো:

১০. এ ব্যাপারে একটি হাদিসের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :
قَالَ جَابِرٌ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَتَخَطَّى خُطًى ثُمَّ قَالَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ،
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, একটি লোক মারা গেলে আমরা তাকে গোসল ও কাফন পরালাম। তারপর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি কয়েক কাতার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর বললেন, তার ওপর কি কোনো ঋণ আছে? আমরা বললাম, দুই দিরহাম ঋণ আছে। এ-কথা শুনে তিনি চলে গেলেন। আবু কাতাদা রা. এই দুই দিরহাম পরিশোধের দায়িত্ব নিলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, দুই দিরহামের দায় আমার ওপর। ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ ও ওই দুই দিরহাম থেকে কে মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়েছে? কাতাদা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির জানাযা পড়ালেন (Ahmad 1999, 14536)।

চিত্র-৫: যুক্তরাজ্যে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির চিত্র (১৯৭৭-১৯৯৭)
(Usmānī 2008, 85)

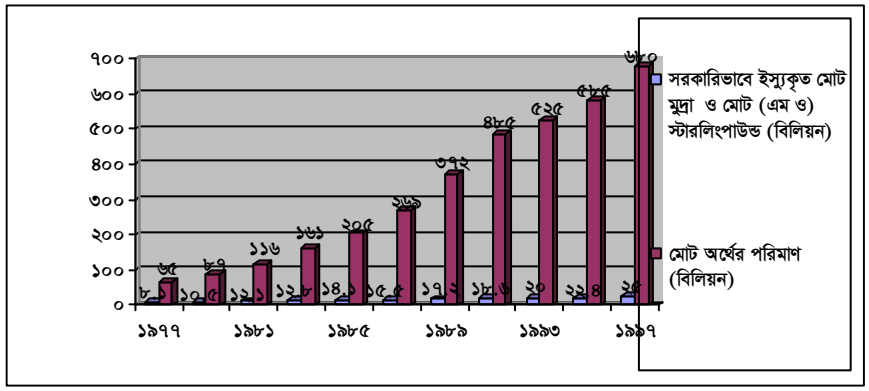

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও প্রায় একইরকম। যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে প্যাট্রিক জে.এস কারম্যাক এবং বিল স্ট্রিল বলেন,

> Through fractional reserve lending, banks create far in excess of 90% of the money, and therefore cause over 90% of our inflation.
> অর্থাৎ আংশিক রিজার্ভভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো মোট অর্থের শতকরা ৯০% বেশি অর্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং শতকরা ৯০% মুদ্রাস্ফীতি তারাই ঘটিয়ে থাকে (Usmānī 2008, 86)।

৬.১০ ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ করা যায় বলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয় ও দেউলিয়াত্বের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে

সুদি ব্যবস্থায় কারবারে লোকসান ও সুদের পুরো বোঝা একা বিনিয়োগকারীকে বহন করতে হয়। ফলে বিনিয়োগকারীরা বড় বড় এবং ঝুঁকিবহুল প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে সাহস পান না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এর অন্যতম আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে লাভ-লোকসানে অংশীদারত্ব-পদ্ধতি। যেমন মুদারাবা[১১] ও মুশারাকা[১২]। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের একা সুদের বোঝা বহন করতে হয় না, বরং লোকসান হলে ব্যাংক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে লোকসান আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয় বলে উভয়ক্ষের কল্যাণ সাধিত হয়।। আর বিনিয়োগ যদি মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে হয় তাহলে সাহিব আল-মাল হিসেবে ব্যাংক সাকুল্য লোকসান বহন করে। সুদ বিলোপ করে

১১. ‘মুদারাবা’র মূলকথা হচ্ছে, এতে এক পক্ষের পুঁজি আর এক পক্ষের অভিজ্ঞতা, শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসা পরিচালিত হয়। এতে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয় আর লোকসান হলে পুঁজিদাতা তা একাই বহন করে।
১২. ‘মুশারাকা’র অর্থ হচ্ছে অংশীদারি কারবার। এতে অংশীদারগণ যৌথভাবে পুঁজি যোগান দেবে। লাভ-লোকসান পূর্বনির্ধারিত হারে অংশাদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থায়নব্যবস্থা চালু করা হলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, উদ্যোক্তা ও অর্থায়নকারীর মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি বণ্টিত হয়। অর্থনীতিতে অস্থিরতা হ্রাস পায়, অনিশ্চয়তা দূর হয়। বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয় (Hossain 2004, N.P) ও দেউলিয়াত্বের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

ব্যাংকের দিক থেকে সুবিধা এই যে, ব্যাংক কোন লোকসানের বোঝা একা বহন করে না, বরং অসংখ্য আমানতকারীদের মধ্যে লোকসান বণ্টন করে দেয়। ফলে এ ব্যবস্থায় লোকসান যত বড়ই হোক বহুসংখ্যক লোক মিলে বহন করার কারণে প্রত্যেকের জন্য সে বোঝা হয় খুবই হাল্কা ও সহনীয়। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ করার সাহস বেশি থাকে।

ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী এ ব্যাপারে বলেন, 'হাজার হাজার জমাকারী ও শেয়ারহোল্ডার মিলে লোকসান ভাগ করে নেওয়ার ফলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ হয় অতি সামান্য, যা বহন করা সহজ হয় এবং এতে কেউ অচল হয়ে পড়ে না বা দেউলিয়া হয় না' (Ibid)।

৬.১১ বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে বলে কর্মসংস্থান বাড়ে এবং বেকারত্ব হ্রাস পায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়

সুদি ব্যবস্থায় সুদের হার প্রতিনিয়ত ওঠানামা করে এবং গোটা অর্থনীতিকে মারাত্মক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার শিকার বানিয়ে রাখে। সুদের হার যখন নিম্ন থাকে, তখন সুদি ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ফটকা কারবারের জন্য ঋণ দেয়; ঋণ গ্রহীতারাও ফটকা কারবারকে অধিক লাভজনক মনে করে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে ফটকা কারবারে বেশি উৎসাহ বোধ করে। এছাড়া নিম্ন সুদের হার বিলাসিতামূলক ব্যয় বাড়িয়ে দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে। অপরদিকে আর্থিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে সুদের হার যখন বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন ফটকা কারবার ও বিলাসিতামূলক ব্যয় হ্রাস পায় ঠিকই কিন্তু উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। উচ্চ হারে সুদ পরিশোধ করায় নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয় এবং আয় প্রবাহ (Cash Flow) সংকুচিত হওয়ার ফলে অনেক কারবার বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের অস্তিত্ব থাকে না বলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানও পূর্ণতা লাভ করে, শ্রমের চাহিদা ও মজুরিও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সম্পদ ও আয়ের ইনসাফপূর্ণ বণ্টন হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখে।

৬.১২ Greed Free, Need Based ব্যাংকিং অনুশীলন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধু মুনাফার লোভ না করে মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে,

> ...the banks make financial transactions based on human necessities and embark upon productivity-oriented projects or activities to reduce the incidence of poverty." অর্থাৎ (ইসলামী) ব্যাংকসমূহ মানুষের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে লেনদেন পরিচালনা করে এবং উৎপাদনশীল প্রকল্পে অথবা দারিদ্র্যের হার হ্রাসমূলক কার্যক্রমে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে (BB 2016, 10)।

৬.১৩ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখে

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ বলেন,

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
>
> হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না' (Al-Qurān, 4:29)।

এই নীতিগত নির্দেশের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি অন্যায়, আত্মসাৎ,[১৩] বিশ্বাসঘাতকতা,[১৪] জুয়াড়ি কার্যক্রম ইত্যাদিতে জড়িত হয় না কিংবা কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে না।[১৫] একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে সেবা নিতে কোনরকম ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয় না। এভাবে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ।

ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ, ইসলামী ব্যাংকসমূহ এর কার্যক্রমের ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী এবং চুক্তি সম্পাদন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পক্ষগুলোর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বচ্ছতা বজায় রাখে। আল্লাহ বলেন,

> وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

---

১৩. আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না' (Al-Qurān, 2:188)।
অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যারা ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে' (Al-Qurān, 4:10)।

১৪. আল্লাহ বলেন, 'কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামাতের দিন তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না' (Al-Qurān, 3:161)।

১৫. আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' (Al-Qurān, 5:2)।

তারা অবশ্যই (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে (Al-Qurān, 37:24)[১৬]।

৬.১৪ ইসলামের 'ক্ষতি/অকল্যাণ প্রতিরোধ নীতি': আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রক্ষাকবচ

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

কোন্‌টি বিপর্যয়কারী-খারাপ এবং কোন্‌টি কল্যাণকর ভাল, তা আল্লাহ তাআলা নির্ভুল ও সঠিকভাবে জানেন (Al-Qurān, 2:220)।

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য ক্ষতিকর জিনিসকে হারাম করেছেন। হালাল যথেষ্ট এবং হারাম অপ্রয়োজনীয়। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ হারাম পণ্যে বা নিষিদ্ধ খাতে (যেমন তামাক, জুয়াড়ি সংস্থা, মাদক, ক্ষতিকর পদার্থ, শূকর এবং অন্য যেকোন হারাম পণ্য অথবা সরাসরি সুদি অর্থায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে) অর্থায়ন পরিহার করে এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষায় ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামের বিধানানুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড দ্বারা অন্য কারো কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ সাধন করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

যার রসনা ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম। আর যার থেকে মানুষের জান ও মাল নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুমিন' (Al-Tirmīdhī 1998, 2627)।

অন্য হাদিসে এসেছে, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار নিজের ক্ষতি স্বীকার করবে না, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না (Ibn Mājah N.D, 2341)। এই মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

১৬. উল্লেখিত আয়াত ছাড়াও পবিত্র কালামে হাকিমের আরো বহু আয়াতে জবাবদিহিতার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন:
- নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী (Al-Qurān, 4:86)।
- কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে (Al-Qurān, 99:8)।

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেককেই নিজেদের অধীনদের সম্পর্কে (আখিরাতে) জিজ্ঞাসিত হতে হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দেশের নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার পরিবারের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন গৃহিণী তার স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশোনার জন্য দায়িত্বশীলা, তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। (অনুরূপভাবে) চাকর ও দাস-দাসী তার মনিব ও প্রভুর সম্পদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার নিজেদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে (Al-Bukhārī ND1987, 893; Muslim 2003, 4828)।

সারণি-৪: ইসলামের 'ক্ষতি/অকল্যাণ প্রতিরোধ নীতি' পরিপালনে ইসলামী ব্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক

ক্রম	ইসলামী নীতি	নীতির ব্যাখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রয়োগের উদাহরণ
১.	ক্ষতিকর কার্যক্রম যথাসম্ভব পরিহার	সমাজের যে কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ। কারণ, "prevention is better than cure."	এমন কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ না করা যা সমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতি বা অকল্যাণ বয়ে আনবে।
২.	ক্ষতি বাড়তে না দেওয়া	প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষতিকর বিনিয়োগ বা কার্যক্রম নজরে আসলে তা বন্ধ করতে হবে এবং সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।	যদি ইসলামী ব্যাংকের কোন বিনিয়োগ প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা সমাজ ও পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে ব্যাংক তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।
৩.	ক্ষতি দিয়ে ক্ষতি প্রতিরোধ নয়	ক্ষতিকর কোন বিষয় প্রতিরোধের জন্য একই ধরনের কিংবা আরো বেশি কোন ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।	ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ক্ষতিকর বলে লাভজনক কোন হারাম খাতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারবে না।
৪.	বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ	সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে।	মাদক বা জনস্বার্থের পরিপন্থী কোন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ না করা হলে প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে।
৫.	উপকার লাভের চেয়ে ক্ষতি প্রতিরোধ অগ্রগণ্য	যদি ক্ষতি ও উপকারের মাঝে সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাহলে উপকার লাভের চেয়ে ক্ষতি প্রতিরোধের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।	ব্যাংকের সামনে এমন কোন বিনিয়োগ প্রস্তাব এলো যা খুবই লাভজনক এবং সমাজের কারো কারো চাহিদা পূরণে সহায়ক (যেমন পর্নোগ্রাফি, জুয়া, পতিতাবৃত্তি, মাদক ইত্যাদি) তবে তা সমাজ এবং মানুষের নৈতিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে পরিত্যাজ্য।

(Dusuki & Abdullah 2007, 40)

৬.১৫ সম্পদ আয় ও বণ্টনের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

অর্জিত মুনাফা ব্যাংকের সকল ধরনের স্ট্যাকহোল্ডারের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বণ্টনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারে জনাব মো. আব্দুস সালাম তাঁর প্রবন্ধে বলেন, অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত দক্ষ। সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সম্পদ (Scares Resource) এর সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের সঙ্গে এই বণ্টনগত দক্ষতা জড়িত। (Salam 2014, 95)

৬.১৬ এমপ্লয়িদের কল্যাণ ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অনন্য ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকসমূহে নিয়োগদাতা ও নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে AAOIFI ইসলামী ব্যাংকসমূহের অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলি হিসেবে Policy for employee welfare প্রণয়ন করেছে। এতে রয়েছে:

ক. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান। জাতিসংঘের Universal Declaration of Human Rights-এ বলা হয়েছে, Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work (UN 1948, Article No. 23/2).

খ. এমপ্লয়িদের মেধাভিত্তিক বেতন ও পদোন্নতি কাঠামো।

গ. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহমূলক প্রকল্প এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ঘ. ফুলটাইম, পার্টটাইম ও অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টার বিবরণ। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের *Universal Declaration of Human Rights*-এ বলা হয়েছে, Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay (Ibid, Article No. 24).

ঙ. মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং নমনীয় কর্মঘণ্টা।

চ. বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মের মূল্যায়ন, অন্যায়ের শাস্তি ও প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ।

ছ. সমাজের অসহায়, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে কোটাভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়নের অবস্থা তদারকী। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের *Universal Declaration of Human Rights*,-এর বক্তব্য নিম্নরূপ:

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment (Ibid, Article No. 23/1)।

ঝ. ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন এমপ্লয়িদের মধ্যে শ্রেণি ও গোত্রবৈষম্য দূরীকরণ।

ঞ. প্রতিষ্ঠানের Code of Ethics অনুয়ায়ী এমপ্লয়িদের কাঙ্ক্ষিতমানের আচরণ।

ট. প্রতিষ্ঠান ও এমপ্লয়ী কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে সুস্থতা এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ (AAOIFI, GSIFI -7)।

৬.১৭ নৈতিক বিপণনব্যবস্থা

বিপণনব্যবস্থায় মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয়, বাহারি প্রচারণার মাধ্যমে নিম্নমানের পণ্যের আকর্ষণীয় উপস্থাপন ক্রেতা সাধারণের সঙ্গে প্রতারণার নামান্তর। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ ধরনের অনৈতিকার আশ্রয় নেয় না। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিপণন নীতি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর। এর মধ্যে রয়েছে:

- মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন পরিহার
- বিপণন কৌশলকে বিপথে পরিচালিত না করা
- প্রতারণামূলকভাবে বিক্রিবর্ধক কার্যক্রম পরিহার
- কোনরকম জোর জবরদস্তি বা অবৈধ প্রভাব বিস্তার না করা ইত্যাদি (Hasan, Chachi & Latif 2008, 33)।

৬.১৮ উন্নয়নে প্রভাব বিস্তারকারী বিনিয়োগ বিতরণ

দেশের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ উন্নয়নে প্রভাব সৃষ্টিকারী বিনিয়োগ প্রদান করে। যাতে বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে:

ক) দেশের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা।

খ) দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য নিরসনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা (AAOIFI, GSIFI- 7)।

৬.১৯ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাজারব্যবস্থার সংস্কার ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে ইসলামী ব্যাংকিং

ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। পবিত্র কুরআনে সুদের বিকল্প হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসাকে) হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম (Al-Qurān, 2:275)।

নবী করিম ﷺ নিজেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন (Ahmad 1998, 6)। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সরাসরি টাকা লগ্নি না করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত হয়।

ইসলামী শরীআহতে ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণে কম-বেশি করা, অবৈধ মজুতদারি, মুনাফাখোরি, চোরাকারবারি, প্রতারণা ও জালিয়াতি, ফটকাবাজারি, ভেজাল, নিষিদ্ধ পণ্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় বা এ সংক্রান্ত কোন লেনদেনে সহযোগিতা, ইকরাহ বা জবরদস্তি, নাজাশ (মিথ্যা ডাকের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করা), গারার (অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা) ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ এসব নিষিদ্ধ লেনদেন থেকে বিরত থাকে এবং গ্রাহকদের এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা প্রদান থেকে বিরত থাকে; যা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজারব্যবস্থার সংস্কারে ভূমিকা রাখে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সহায়ক হয়।

৬.২০ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে

ইসলামে ভ্রাতৃত্বের ধারণা সকল মানুষের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর আচরণ করতে শেখায়। হাদিসে এসেছে,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম' (Al-Bukhārī 1987, 3559)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ

'কোনো পুণ্যের কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তা তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা হয়। (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ) (Muslim 2003, 2626)।

তাই শুধু পেশাগত বাধ্য-বাধকতার কারণে নয় বরং ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত জনশক্তি সকল শ্রেণির গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব ও পুণ্যের কাজ বিবেচনা করে থাকে। ফলে গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়, যা সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।[১৭]

সুনাগরিক বা নৈতিকতাসম্পন্ন নাগরিক যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। প্রচলিত ব্যাংকের মত ব্যাংকার-গ্রাহক ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা সম্পর্কের পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকসমূহে গ্রাহকদেরকে ব্যবসায়িক অংশীদার মনে করা হয়। ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার, নৈতিকতার অনুশীলন, উত্তম আচরণ, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারি, সহমর্মিতা, সহজীকরণ, লেনদেনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুনাগরিক তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। কোনরকম অসততা, জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় না বলে মানুষের মধ্যে ঐক্যের বীজ রোপিত হয় ও সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয়। আল কুরআনের ঘোষণা:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন (Al-Qurān, 4:1)। ভ্রাতৃত্বের এই চেতনায় সকলে উদ্বুদ্ধ হলে সমাজের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমে গড়ে উঠতে পারে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ।

৭. প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

এ পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৭.১ শিক্ষা বিস্তারে নিরন্তর প্রচেষ্টা

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গতানুগতিক শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অলস, অকর্মণ্য করে তোলে। তাই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নৈতিকতার ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো ও ভবিষ্যত নাগরিকদের কর্মমুখী

১৭. AAOIFI স্ট্যান্ডার্ডে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে এ সংক্রান্ত একটি পলিসি প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। যাতে থাকবে:

a) establishment of a code of conduct for all employees and contractors in dealing with customers.
b) active measures to be taken by management to develop customer service skills of employees, and
c) surveys that provide customer service feedback on performance/quality and likely areas of improvement [Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) No. 7, AAOIFI, Ibid. p-79].

ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষায়, 'দারিদ্র্যমুক্তির উপাদান প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে' (Yunus 2009, 7)। ব্যক্তির এই সুপ্ত সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নার্সিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

সারণি-৫: শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম

ক্রম	ব্যাংকের নাম (বর্ণ ক্রমানুসারে)	ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কর্মসূচি
১	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	১. এআইবিএল ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা ২. এআইবিএল লাইব্রেরি	সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
২	এক্সিম ব্যাংক লি.	এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইবিএইউবি)	সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী ছাত্রদের কর্জে হাসানাহ স্কিম এবং এক্সিম ব্যাংক স্কলারশীপ প্রোগ্রাম
৩	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	-	দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান
৪	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	তথ্য পাওয়া যায়নি	
৫	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১.ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ ২.ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ৩.ইসলামী ব্যাংক রেসিডেন্সিয়াল মাদ্রাসা ৪.ইসলামী ব্যাংক মহিলা মাদ্রাসা, ঢাকা ৫.আল ফুয়াদ একাডেমী, কক্সবাজার ৬.আল ফুয়াদ আদর্শ গার্লস মাদ্রাসা ৭.আল ফুয়াদ রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুল ৮. আলো প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় আন নুর (মক্তব)	বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি, ব্যাংকের এমপ্লয়িদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃক্তি, ব্যাংকের মৃত এমপ্লয়িদের সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান ইত্যাদি।
৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আন্তর্জাতিক স্কুল ও কলেজ*	ইনভেস্টমেন্ট স্কিম ফর এডুকেশন, দরিদ্র্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা
৭	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	-	স্কুল ভবন নির্মাণে সহযোগিতা, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুল প্রোগ্রাম স্পনসরিং, শিক্ষকদের বেতন এবং অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ও এমপ্লয়িদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	২০১৮ সালে ব্যাংকটির শিক্ষা খাতে ব্যয় ২.৯২ কোটি টাকা	

(Annual Report of IBs 2019) * প্রক্রিয়াধীন

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে ৭৯৬.৬২ মিলিয়ন টাকা (Ibid)।

৭.২ শিল্পায়ন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পথিকৃত

শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে ইসলামী ব্যাংক। বাণিজ্যিক বিনিয়োগের পাশপাশি টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক, এডিবল অয়েল, কেমিক্যাল, পেট্রোলিয়াম, স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক এন্ড সিরামিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল, সিমেন্ট, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, খাদ্য-পানীয়, নির্মাণ, পোল্ট্রি এবং হেচারি, হোটেল, রেস্টুরেন্টসহ দেশের শিল্পায়ন ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মোট বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক বিতরণ করেছে। বিষয়টি সারণির সাহায্যে দেখানো হলো:

সারণি-৬: ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট বিনিয়োগের তুলনায় শিল্পায়ন খাতে বিনিয়োগের হার

ক্রমিক	ব্যাংকের নাম	মোট বিনিয়োগ (মিলিয়ন)	শিল্প খাতে বিনিয়োগ (মিলিয়ন)	শতকরা হার
১	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	২৮৮৪৮৬	১৫৮৩২৮	৫৫%
২	এক্সিম ব্যাংক লি.	৩৪৩২৮৭	১৮২৪১০	৫৩%
৩	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৩৬৪০৩০	৬১০৪৪	১৭%
৪	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	৮৪৫৮	৭২৪	৯%
৫	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৮৯৯০১৩	৪৮২২৫১	৫৪%
৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৭২৮৬	১০৮০৯১	৫৫%
৭	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২৬৪২৬৯	১০৭০৭৪	৪১%
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	১৪৬৪৬০	২৫৭২৮	১৮%
মোট		**২৫১১২৮৯**	**১১২৫৬৫০**	**৪৫%**

(Ibid)

দেশের সড়ক, জল ও আকাশ পরিবহন সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাপক অর্থায়ন করেছে। ২০১৯ সালের শেষে পরিবহন খাতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ স্থিতি ছিল ৮৪৩৫ মিলিয়ন টাকা; যা দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে সর্বোচ্চ (Ibid)। আজ দেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে কাউন্টার সার্ভিস চালু হয়েছে, এর সূচনা হয়েছিল ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের মাধ্যমে।[১৮]

৭.৩ কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে অসামান্য অবদান

ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের অবহেলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো:

১৮. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মতিঝিল-উত্তরা রোডে সর্বপ্রথম কাউন্টার বাস সার্ভিস (প্রিমিয়াম বাস)-এ বিনিয়োগ করে।

সারণি-৭: কৃষি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিশেষ প্রকল্প

ক্রম	ব্যাংকের নাম	বিশেষ ডিপোজিট স্কিম	বিশেষ বিনিয়োগ স্কিম
১	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	ফারমার্স ডিপোজিট স্কিম	1. Grameen Small Investment Scheme (GSIS) 2. Rural Agricultural Investment Scheme (RAIS) 3. Al-Arafah Khamarbari Investment Scheme
২	এক্সিম ব্যাংক লি.	মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প	এক্সিম কিষান
৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	Mudaraba Farmers Saving Account	১. Agricultural Implements Investment Scheme ২.পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩. ফায়েল খায়ের প্রকল্প ৪. পল্লী গৃহ নির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প ৫. Solar Panel Investment Scheme ৬.Fruit Gardening Investment Scheme (Falbithi)
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	-	SME & Agricultural Finance
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	-	Rural Investment Program (RIP)
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	মেহনতি	কৃষি বিনিয়োগ প্রকল্প
৭	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	-	-
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	-	1. HPSM Rural Housing 2. Bai Murabaha Agriculture

(Annual Report of IBs 2019)

বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট ইসলামী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৭.৩.১ কৃষি বিনিয়োগে অগ্রগামী

দেশে কৃষি বিনিয়োগের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক কৃষি ব্যাংকের পরই ইসলামী ব্যাংক-এর অবস্থান। ব্যাংকটি মোট বিনিয়োগের ৭% প্রদান করেছে কৃষিখাতে (Miah 2018, 24)। এছাড়া দেশে মোট কৃষি বিনিয়োগে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ আনুপাতিক হারে বেশ এগিয়ে আছে।

চিত্র-৬: দেশের প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩৩টি) এবং ইসলামী ব্যাংক (৮টি)-এর বিতরণকৃত কৃষি বিনিয়োগ

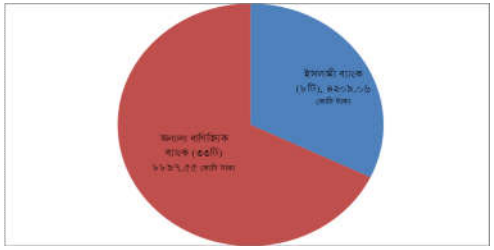

(BB 2019-B, 254-260)

৭.৪ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে অগ্রণী ভূমিকা

প্রবাসীদের প্রেরিত কষ্টার্জিত অর্থে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। আর রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রবাসীদের আস্থার প্রতীক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ১৪৬৩২৪.৯৭ মিলিয়ন টাকা রেমিটেন্স আহরণ করেছে, যা দেশে আহরিত মোট রেমিটেন্স-এর ৩৫.৩৪% (BB 2019-A, 2)।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এজেন্টদের মাধ্যমে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় সবচেয়ে বেশি সফলতা পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক। দেশে এখন পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যে রেমিট্যান্স এসেছে তার ৫২ শতাংশই এসেছে ২ টি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে (*Bonik Barta*, Nov. 25, 2020)।

৭.৫ চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ

দেশের চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলামী ব্যাংকগুলো।

সারণি-৮: দেশে চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক	ব্যাংকের নাম (বর্ণ ক্রমানুসারে)	ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান
১.	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার
২.	এক্সিম ব্যাংক লি.	এক্সিম ব্যাংক হাসপাতাল
৩.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালসমূহ ২. ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী ৩. ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালসমূহ ৪. ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ৫. ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজি ৬. ইসলামী ব্যাংক হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক
৪.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনোস্টিক সেন্টার
৫.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল *

* প্রক্রিয়াধীন

(Annual Report of IBs 2019)

এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সিএসআর কর্মসূচির আওতায় চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্রপাতি, যানবাহন, ভবন নির্মাণ ও আধুনিকায়নে সহায়তার মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা সেবার অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

৭.৬ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন

ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কোন চেষ্টা সফল হবে না। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। একদিকে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সারণি-৯: দেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ কর্মরত জনশক্তি (ডিসেম্বর-২০১৯)

ব্যাংক	জনশক্তি
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ	৩৫,১৪৫
প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা	৩৫১
প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো	৪১০
মোট জনশক্তি	৩৫,৯০৬

(BB 2019-A, 2)

একদিকে দেশের আমদানি-রফতানি, শিল্পায়ন ও ব্যবসাসহ বিভিন্ন খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করছে ইসলামী ব্যাংকগুলো। দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৫ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা হয়েছে (Miah 2018, 22)।

৭.৭ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের শেয়ারের দাম সারাবছর মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। কারসাজির মাধ্যমে শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি, জুয়ারি কার্যক্রম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে ইসলামী ব্যাংকগুলো।

চিত্র-৭: দেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে ৬টি ব্যাংকের[১৯] বিগত ৩ বছরে প্রদত্ত ডিভিডেন্ড

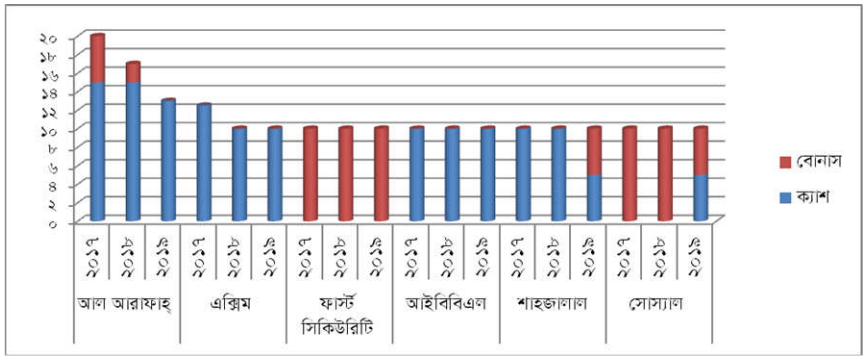

(DSE 2020)

৭.৮ সবুজায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং-এ গুরুত্ব প্রদান করে। পরিবেশ রক্ষাকারী খাতসমূহে বিনিয়োগের ব্যাপারে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে নীতিমালা অনুসরণ করে তা মোটামোটি নিম্নরূপ:

১৯. বাকি দুইটি ব্যাংকের মধ্যে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ডিভিডেন্ড প্রদান করেনি এবং ইউনিয়ন ব্যাংক এখনও পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত হয়নি।

ক) পরিবেশ সংরক্ষণ

খ) পরিবেশকে উন্নয়নের প্রভাবমুক্ত রাখা

গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান

ঘ) নবায়নযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

সবুজ স্বদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর ইসলামী ব্যাংক (আইবিবিএল) প্রতিবছর বর্ষাকালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্পের প্রতি সদস্যকে ব্যাংক একটি চারা প্রদান করে এবং সদস্যকে আরো দুটি চারা নিজে সংগ্রহ করে রোপণ করতে উৎসাহিত করে। ২০০৩ সাল থেকে শুরু করে ব্যাংকটি এ পর্যন্ত প্রায় ৮৫,৭১,৩৫২ টি গাছের চারা বিতরণ করেছে (Annual Report 2016-2019)। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পালন করেছে 'এফএসআইবিএল সবুজ উপকুল ২০১৬' এর মত পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি (Annual Report 2016, 44)। এছাড়া পরিবেশবান্ধব বিপণন, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য তহবিলের সদ্ব্যবহার, অনলাইন ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরিপালন, সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং-এর প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অগ্রাধিকার প্রদান করে। পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ বিতরণ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিবেশ সুরক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৭.৯ ইসলামী ব্যাংকসমূহের যাকাত নীতিমালা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে হতে পারে সফল হাতিয়ার

আল্লাহ বলেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে (Al-Qurān, 51:19)।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের নির্দিষ্ট নিজস্ব সম্পদের যাকাত আদায় ছাড়াও ইচ্ছুক সাহেবে নিসাব গ্রাহকদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা জনকল্যাণে ব্যয় করে থাকে। ২০০৯ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শুধু ব্যাংকগুলোতে পড়ে থাকা অর্থ থেকেই বার্ষিক ১১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত যাকাত আদায় হতে পারে (*Naya Diganta,* Aug. 16, 2009) । বর্তমানে এই পরিমাণ আরো অনেক বেড়ে যাবে।

এক সেমিনারে তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, যাকাতভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ১০ বছরে এদেশের দারিদ্র্য পুরোপুরি দূরীকরণ সম্ভব (Ibid)। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ করে তা পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করা হলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন সময়ের ব্যাপার মাত্র (Hossain 2008, 112)। আর রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহের এক অন্যতম ও বিশ্বস্ত মাধ্যম হতে পারে ইসলামী ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক।

৭.৯.১ যাকাত সুদের সম্পূর্ণ বিপরীত

সুদ দরিদ্রদের শোষণ করে পুঁজিপতির হাতে সম্পদ তুলে দেয়। অন্যদিকে যাকাতের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের নিকট থেকে সম্পদ দরিদ্রদের কাছে আসে। এভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চূড়ান্তভাবে লাভবান হয় যাকাতদাতারাই। কারণ, যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও পণ্যসামগ্রীর কার্যকর চাহিদা সম্প্রসারিত হয়। বর্ধিত চাহিদা মেটাতে বর্ধিত উৎপাদন, বিক্রি ও এ থেকে মুনাফা পেয়ে যাকাতদাতারাই লাভবান হয় এবং তাদের সম্পদ আরো বৃদ্ধি পায়। আর যাকাতদাতাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রতিবছর যাকাতের পরিমাণও বাড়তে থাকে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের তীব্রতা ও সংখ্যা ক্রমে শূন্যের স্তরে পৌঁছে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার আশায় তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও তাই বৃদ্ধি পায় (Al-Qurān, 30:39)।

৭.৯.২ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ বনাম ইসলামের যাকাতব্যবস্থা

দারিদ্র্য সমস্যার প্রতিকারে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণের তুলনায় ইসলামের যাকাতব্যবস্থা অনেক বেশি ফলপ্রসূ (Islam 2002, 26-27)। কারণ,

১. ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি ঋণী হয় কিন্তু যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়।

২. ঋণের টাকা ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হয়। যাকাতের অর্থগ্রহীতাকে কখনো পরিশোধ করতে হয় না।

৩. মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ-এর উপর সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয়। কিন্তু যাকাতে এমন কিছু নেই।

৪. মাইক্রোক্রেডিট প্রায়শ ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মাফিক দেওয়া হয় না। অন্যদিকে, দরিদ্রকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ দেওয়া যাকাত বণ্টনের আদর্শ নিয়ম।[২০]

৫. ঋণ পেতে দরিদ্র ব্যক্তিকে ধরনা দিতে হয়। কিন্তু যাকাতের টাকা গরিবের ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাকাতদাতার দায়িত্ব।

---

২০. দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান দেওয়ার ব্যাপারে আল্লামা ইউসুফ আল-কারাদাভী হযরত ওমর (রা.) এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন 'এমনভাবে দিবে যেন অভাবমুক্ত হয়ে যায়।' কারণ, দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এর উপর থেকে ব্যক্তির নির্ভরশীলতা দূর করা (Al-Qaradawī 1991, 123)।

৬. মাইক্রোক্রেডিট এর মধ্যে প্রায়শই রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু যাকাত দেওয়া হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

৭. ঋণের অর্থ পেতে ক্ষেত্র বিশেষে জামানত বা গ্যারান্টি দিতে হয়। কিন্তু যাকাত পেতে এমন কিছু দরকার হয় না।

৭.১০ ক্যাশ ওয়াক্ফ: মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক অসাধারণ উদ্যোগ

আধুনিক যুগে সনাতন ওয়াক্ফ (জায়গা, জমি বা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি)-এর বাইরে নতুন ধরনের কতিপয় ওয়াক্ফ-এর প্রচলন ঘটছে। যেমন ক্যাশ ওয়াক্ফ। মানবতার কল্যাণে ব্যবহার সহজ হওয়ায় নগদ অর্থের ওয়াক্ফ বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

উল্লেখ্য, আইডিবির সাবেক অর্থনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যাংকার প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান সামর্থ্যবানদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার আয় দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট চালু করেন। পরবর্তীকালে দেশের বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট নামে নতুন ডিপোজিট প্রোডাক্ট চালু করে, যা ইতোমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে (*Naya Diganta,* Feb. 25, 2018)। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্টের মাধ্যমে সক্ষম জনগণের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করে দেশের মানুষের কল্যাণে তা ব্যয়ের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। দেশের ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টিতে ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে।

সারণি-১০: ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রোডাক্ট

ক্রম	ব্যাংকের নাম	ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রোডাক্ট
১.	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা টার্ম ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কিম
২.	এক্সিম ব্যাংক লি.	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত হিসাব
৩.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কিম
৪.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট একাউন্ট
৫.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কিম
৬.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কিম ক্যাশ ওয়াক্ফ মাসিক মুনাফা স্কিম

(Annual Report 2019)

এছাড়া ইসলামিক শাখাধারী প্রচলিত ধারার এবি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ায় 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' হিসাব চালু আছে (Mohon 2018, 17)। ৩১.১২.২০১৯ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্থিতি ১৭৫,৪৫,২৬,৭১৪ টাকা (Annual Report of IBs 2019)। নিম্নের চিত্রে তা দেখানো হলো:

চিত্র-৮: ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্থিতি (ডিসেম্বর-২০১৯)

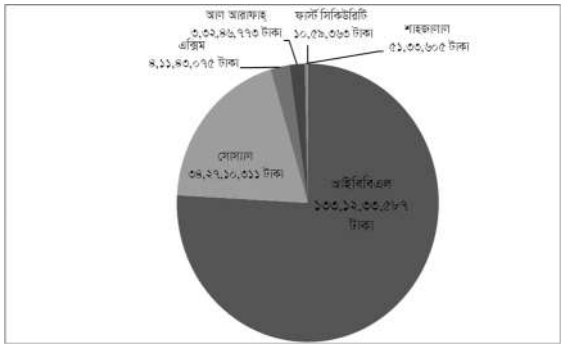

(Annual Report of IBs 2019)

৭.১১ ক্বরদে হাসানাহ্ বা সুদমুক্ত ঋণ: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক সুমহান কর্মসূচি

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا 'তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর' (Al-Qurān, 73:20)

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্বরদে হাসানাহ্[২১] বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের জরুরি সংকট উত্তরণে সহায়তা করে থাকে। দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ৩১.১২.২০১৯ ক্বরদ বিনিয়োগের স্থিতি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র-৯: দেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্বরদ বিনিয়োগের স্থিতি (ডিসেম্বর-২০১৯)[২২]

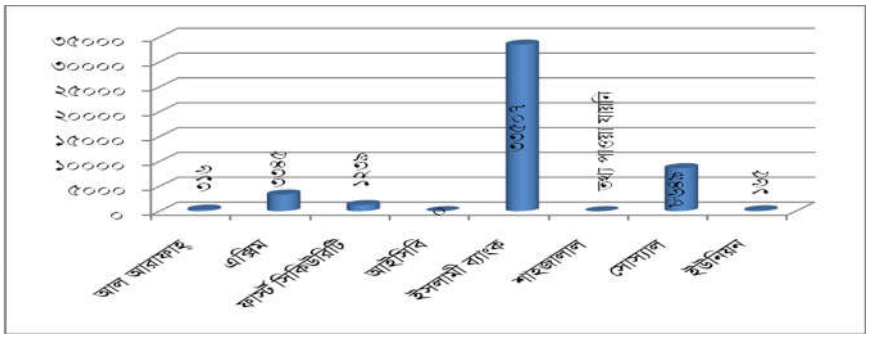

(Annual Report of IBs 2019)

২১. ক্বরদে হাসানাহ মানে উত্তম ঋণ। ক্বরদে হাসানাহ্ এর সংজ্ঞায় সাইদ ফারুক বলেন, It is a gratuitous loan given to needy people for a fixed period without requiring the payment of interest or profit. The recipient is only required to repay the principal (Farook 2007, P-40).
এম আযীযুল হক-এর ভাষায়, 'কোন অভাবী মানুষের যদি টাকার খুব দরকার হয়ে পড়ে, তখন সামর্থ্যবান ব্যক্তি তাকে এই শর্তে ঋণ প্রদান করবে যে, সমস্যা কেটে যাওয়ার পর কিংবা ব্যবসা করে একটু সচ্ছলতা আসার পরই ঋণের টাকাটা সে ফেরত দেবে, অতিরিক্তি এক টাকাও দিতে হবে না' (Haque 2003, p-76)।

২২. মিলিয়ন টাকায়

৭.১২ SME বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়নে উদ্যোগ প্রচলিত মাইক্রো ক্রেডিটের উত্তম বিকল্প হিসেবে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ কারবারের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে থাকে বলে ছোট-বড় কারবারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়। প্রচলিত মাইক্রো ক্রেডিটের উত্তম বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সারণি-১১: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকল্প

ক্রম	ব্যাংকের নাম	ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প
১	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	1.Micro Enterprise Investmetn Scheme 2.Social Investment Scheme
২	এক্সিম ব্যাংক লি..	১. এক্সিম উদ্যোগ ২. এক্সিম অবলম্বন
৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২. আরবান পুর ডেভেলপমেন্ট স্কীম ৩. ফায়েল খায়ের প্রোগ্রাম
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	1. Family Empopwer Micro Finance Program 2. Family Empopwer Micro Enterprise Program
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১. ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প ৩. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	তথ্য পাওয়া যায়নি
৭	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	

(Annual Report of IBs 2019)

৭.১২.১ ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প: বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর

দেশের সর্ববৃহৎ শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অবহেলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ১৯৯৫ সালে চালু করেছে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বা Rural Development Scheme (RDS)। এই অনন্য উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের মৌলিক মানবীয় দক্ষতা যেমন কুটির শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি, গৃহে খাদ্য উৎপাদন, বৃত্তিমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, সঞ্চয়, বিভিন্ন আয় উপার্জনমূলক কার্যক্রম, এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। শহুরে বিশেষ করে বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে চালু করা হয়েছে 'নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প' বা Urban Poor Development Scheme (UPDS)। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পাশাপাশি আরডিএস ও ইউপিডিএস-এর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন জনকল্যাণধর্মী

কর্মসূচি[২৩] বদলে দিচ্ছে দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের একটি চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি-১২: এক নজরে আইবিবিএল-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর-২০১৯)

প্রকল্প প্রতিষ্ঠা	বিস্তৃতি (গ্রাম)	সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য	বিনিয়োগ স্থিতি	আদায়ের হার
১৯৯৫	২৪,৬২৬	১২,৫৩,৫১২	৮৫%	৩২৭২.২০ কোটি	৯৯ %

(Annual Report 2019)

উল্লেখ্য, বিশ্বের ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ৪০% শেয়ার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর (Miah 2018, 52)।

৭.১৩ মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে সম্পৃক্তকরণ

মহিলাদের উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারী উদ্যোক্তা খাতে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো একদিকে নারীদের

---

২৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কতিপয় কল্যাণমূলক কর্মসূচি নিম্নরূপ:

(১) **শিক্ষা কর্মসূচি:** শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় তিনটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে যেমন: (ক) শিক্ষা বৃত্তি (খ) শিক্ষা উপহার এবং (গ) শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা

আলো: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি। প্রকল্পভুক্ত গ্রামসমূহে 'আলো' নামে মোট ১১৪টি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে একজন নারী শিক্ষক ২৫-৩০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে এক বছরের মধ্যে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন (Annual Report of IB 2012, p-126)।

আননুর: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত মক্তব কর্মসূচি। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত গ্রামসমূহে মসজিদভিত্তিক 'আন-নুর' নামে মক্তবের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসব মক্তবে সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমামকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যিনি ৩০ শিক্ষার্থীকে এক বছরের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়া ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। ২০১২ সালে ১১৪টি শাখার আওতায় ১১৪টি মক্তবের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে (Annual Report of IB 2012, p-126)।

(২) **প্রশিক্ষণ:** প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৩ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যথা: (ক) কেন্দ্র প্রধানদের প্রশিক্ষণ (খ) দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং (গ) আত্মকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ

(৩) **স্বাস্থ্য:** স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় ৩ ধরনের স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। যথা: (ক) নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (খ) চিকিৎসা সেবা এবং (গ) নবজাতকের উপহার

(৪) **ত্রাণ ও পুনর্বাসন:** ত্রাণ ও পুনর্বসাসন কর্মসূচির আওতায় গরীব ও দুঃস্থ সদস্যদের ৩ ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, যথা: অসমর্থ গ্রাহকদের বিনিয়োগ মওকুফ (খ) পুনর্বাসনের জন্য কৃরদ প্রদান এবং (গ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

পরিবেশ উন্নয়ন: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতি বছর বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। এতে আরডিএস সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর আরডিএস সদস্যদের মাঝে একটি করে চারা বিশেষ করে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। শুরু থেকে কর্মসূচির আওতায় মোট ২৮,২৮,৭২৩টি চারা প্রদান করা হয় (Annual Report of IB 2012, p-126)।

সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে ভূমিকা পালন করছে এবং পাশাপাশি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নিজেদের ভাগ্যোন্নয়সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবদান রাখছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশের বৃহত্তর শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক (আইবিবিএল)-এর বিনিয়োগ গ্রাহকদের অন্তত আশি শতাংশ নারী (*Bonik Barta*, Jun. 23, 2013)।

নারীদের অধিকার সংক্রান্ত ইসলামী শরী'আহ্র একটি অবশ্যপালনীয় বিষয় (মাহ্র) আমাদের দেশে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। অথচ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً তোমরা নারীদেরকে তাদর মাহ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে (Al-Qurān, 4:4)।

ইসলামের বিধানানুসারে মাহরের এই অর্থ একান্তভাবেই নারীর, যা দ্বারা সে স্বাবলম্বী হতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মোহর স্কীমের আওতায় পুরুষদের জন্য এই ফরয পালনের সুযোগ করে দিয়ে দিয়েছে। এছাড়া দেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ রাখছে বিশেষ অবদান। নিম্নের সারণিটি লক্ষণীয়:

সারণি-১৩: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প

ক্রম	ব্যাংকের নাম	নারীদের কল্যাণে বিশেষ আমানত প্রকল্প	নারীদের জন্য বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প/উদ্যোগ
১.	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	Marriage Saving Investment Scheme (MSIS)	মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
২.	এক্সিম ব্যাংক লি.	মুদারাবা সু-গৃহিণী মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প, মুদারাবা সু-গৃহিণী মাসিক মুনাফা প্রকল্প, মুদারাবা দেনমোহর/বিবাহ আমানত প্রকল্প,	নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ও তাদের বিষয় মনিটরিং এর জন্য প্রধান কার্যালয়ে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট' একটি আলাদা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক শাখায় নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড ডেস্ক রয়েছে।
৩.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা গৃহিণী ডিপোজিট স্কিম	নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প
৪.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	মুদারাবা মোহর সেভিংস্ একাউন্ট	Women Entrepreneurs Investment Scheme (WEIS)
৫.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	Mudaraba Moharana Savings Deposit, Mudaraba Marriage Savings Scheme, Shanchita Special Deposit Scheme, Subarnalata Special Deposit scheme,	তথ্য পাওয়া যায়নি
৬.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ঘরনি	Women Entrepreneur Investment Programme
৭.	ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	Mudaraba Muhor Savings Scheme	Bai Murabaha Women Entrepreneur

(Annual Report of IBs 2019)

নোট: আইসিবি ব্যাংক-এর তথ্য পাওয়া যায়নি

৭.১৪ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)-এর আওতায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাপক দাতব্য কার্যক্রম

পবিত্র কালামে হাকিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে (Al-Qurān, 2:177)।

রাসূল ﷺ বলেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

হে ব্যবসায়ী সমাজ, ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা ব্যবসায়ের সঙ্গে সাদাকাহ্ বা দাতব্য কার্যক্রমকেও যুক্ত কর (Al-Tirmīdhī 1998, 1208)।

কুরআন-হাদিসের এই নির্দেশনাকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাপক দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন:

- শিক্ষিত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য
- শিক্ষার উন্নয়ন/স্কলারশীপ
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা
- মারাত্মকভাবে ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্তির জন্য সহযোগিতা
- উপার্জনে অক্ষমদের আর্থিক সাহায্য
- নৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিতকরণ
- সমকালীন সামাজিক ব্যাধি ও অনাচার প্রতিরোধ

বিগত এক বছরে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো সিএসআর খাতে ব্যয় করেছে ২০৩৬.৯৫ মিলিয়ন টাকা।

চিত্র-১০: সিএসআর খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক বছরের ব্যয় (২০১৯)

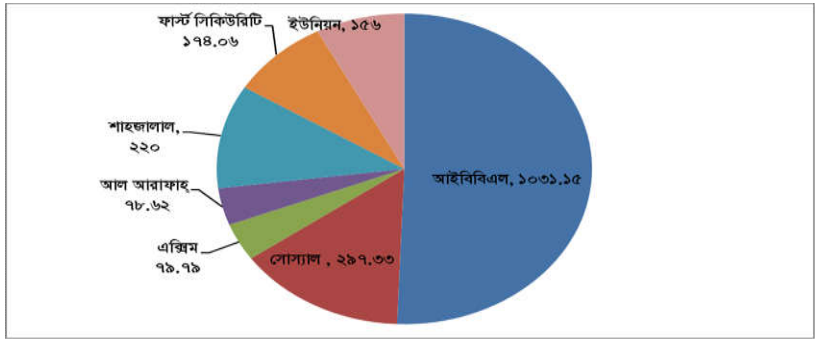

(Annual Report of IBs 2019) (নোট: ইউনিয়ন ব্যাংকের তথ্য ২০১৮ সালের)

দেশের কর্পোরেট সিটিজেন হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সবসময়ই যেকোন দুর্যোগ বা সংকটে দুঃস্থ মানবতার পাশে থাকার চেষ্টা করে। শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বন্যা, খরা, আইলা, সিডরসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন মানুষের পাশে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে। দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক (আইবিবিএল) প্রতিষ্ঠার পর থেকে সিএসআর খাতে এ পর্যন্ত এককভাবে ব্যয় করেছে ৯৮৯৯.৮৭ মিলিয়ন টাকা, যার মাধ্যমে সরাসরি উপকার লাভ করেছে ১ কোটি ৬৭ লাখেরও বেশি মানুষ (Annual Report 2019, 187)।[২৪] এ সকল কাজের বাইরেও ব্যাংকটি নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। যেমন-

১. প্রতি বছর রমাদান মাসে ব্যাংক দরিদ্র এবং আলেম পরিবারের মাঝে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তোহফা হিসেবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে থাকে।

২. সৌদি সরকার এবং আইডিবির পক্ষ থেকে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে উপহার হিসেবে প্রতি বছর ব্যাংক কুরবানির গোস্ত বিতরণ করে থাকে।

সমাজের অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সহায়তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আলাদা ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। বর্তমানে এসব ফাউন্ডেশন দেশের

২৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শুরু থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দাতব্য ব্যয় নিম্নের সারণিতে দেখানো হল:

	ত্রাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	খেলাধুলা	শিল্প ও সংস্কৃতি	পরিবেশ	অন্যান্য	মোট
ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	২৮৬৭.৭২	৪২১৩.০০	১৪৩৮.৬৯	৪৯৮.১৬	৩০৫.৭৬	১৪০.০৯	৪৩৬.৪৬	৯৮৯৯.৮৭
উপকারভোগীর সংখ্যা	৪১৯৬৬৬৪	৫৬৪৩৪৬	৭২৪৪৫৮১	৪১৪৪২৭	২৩০৪২৮	৩৯১৭৪৩৮	২১১৫৪৪	১৬৭৭৯৪২৮

(বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯, পৃ-১৮৭)

অন্যতম নেতৃস্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আর্তমানবতার কল্যাণ এবং দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত, ভূমিহীন, মানুষকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ফাউন্ডেশন অনন্য ও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৭.১৫ খেলাপি সংস্কৃতি দূরীকরণে ভূমিকা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহেরও খেলাপি পাওনার পরিমাণ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় কম। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের Financial Stability Report 2019-এ যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে, "Islamic banks showed a better performance compared to the conventional banks in terms of both classified investments to total investments ratio and net classified investments to total investment ratio in CY19." (BB 2019-C, 48)

চিত্র-১১: ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগ/ঋণের হার (ডিসেম্বর'২০১৯)

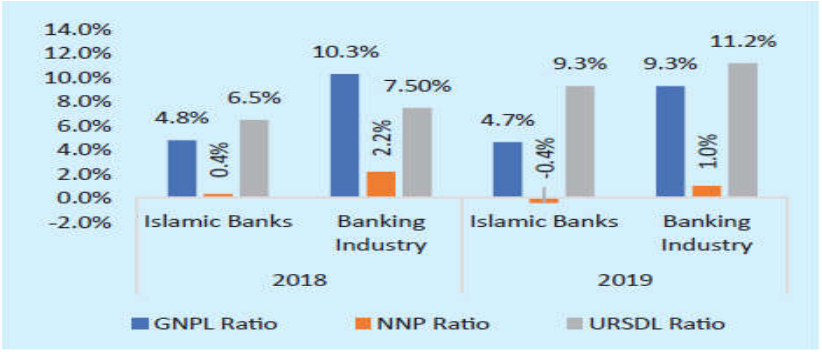

(BB 2019-C, 48) (নোট: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো ব্যতীত)

২০১৮ সালে একটি দৈনিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল, খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০ ব্যাংকের ঘাড়ে ৫২ হাজার কোটি টাকার বোঝা। এ ঋণ মোট খেলাপি ঋণের ৬৫ ভাগ (*Naya Diganta,* Feb. 5, 2018)। দেশের কোন ইসলামী ব্যাংকের নাম উক্ত তালিকায় ছিল না।এছাড়া দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে এখনও পর্যন্ত হলমার্ক বা বিসমিল্লাহ্ গ্রুপের মত কোন খেলাপি তৈরি হয়নি।

৭.১৬ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) -এ ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে

চিত্র-১২: বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রায় অর্ধেক ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কহীন

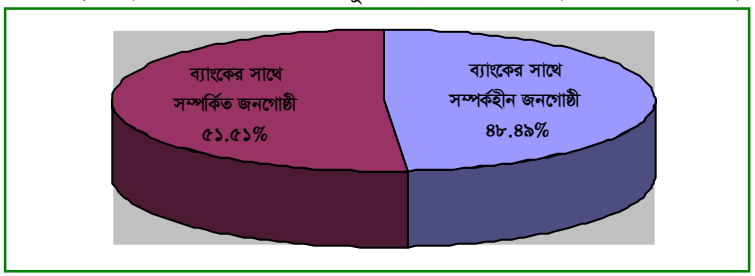

(Salam 2014, 87)

সুদের কারণে ব্যাংকিং লেনদেন থেকে বিরত ধর্মপ্রাণ গ্রাহকদের আকৃষ্টকরণ এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবাদানের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিপুল সংখ্যক unbanked জনগোষ্ঠীকে আর্থিক প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত (Financial Inclusion) করে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে, "Islamic banks serve the deprived and disadvantaged segments of people, who, because of extreme poverty, remain outside the purview of the conventional banking system." অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে, যারা অতি দারিদ্র্যের কারণে, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার আওতা থেকে বাইরে রয়ে যায় (BB 2016, 9)। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক একজন গভর্নর এক বক্তব্যে বলেন, 'অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সাম্যতার ভিত্তিতে সবার জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে ইসলামিক ব্যাংকব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম' (*Sangbad,* Apr. 1, 2014)।

৭.১৭ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭-তে বলা হয়েছে, 'দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা তথা Sustainable Development Goals (SDGs)'[২৫] অর্জনে অর্থনৈতিক খাত, বিশেষত শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন' (BER 2017, 201)।

চিত্র-১৩: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs)

(SDG Tracker 2021)

২৫. ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে দেশে দেশে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ, নিরক্ষরতা, পরিবেশের অবক্ষয় এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে অংশীদারত্ব বাড়ানোর জন্য বিশ্বের নেতারা সময়ানুগ ও পরিমাপযোগ্য কতিপয় লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। এসব সম্মিলিত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা আজ Millennium Development Goal (MDG) বা মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য নামে পরিচিতি অর্জন করেছে এবং জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশে তা গৃহীত হয়েছে। শীর্ষ বৈঠকের শেষে 'সহস্রাব্দ ঘোষণায়' সে সকল লক্ষ্য অর্জনে করণীয় বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৫ সালের ভেতর চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে হ্রাস এবং এইচ আই ভি/এইডস-এর প্রসাররোধ এ সকল লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত। এই ঘোষণায় মানবাধিকার, সুশাসন ও গণতন্ত্রায়ন, বিরোধ প্রতিরোধ এবং শান্তি স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত MDG-এর মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৫ সালে। এর আগেই সেপ্টেম্বর ২০১৪ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs)'-এর খসড়া চূড়ান্ত হয়। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে এসব লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হওয়ার পর ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এসডিজির মেয়াদ শুরু হয়েছে। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ৪৭টি সূচক ও ১৬৯টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে (UNDP 2021)।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের রিয়েল ইকোনমি বা প্রকৃত পণ্যে অর্থায়ন, শিল্প ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সাম্য-ভ্রাতৃত্বের চেতনা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহি ও দুর্নীতিমুক্ত কার্যক্রম এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে একটি গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে, There is a natural connection between the principles of Islamic finance and UN SDGs. অর্থাৎ, জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ইসলামী অর্থায়ন নীতিমালার মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে (Miah 2018, 20)।

৮. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আরও কতিপয় করণীয়: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহকে আরো কতিপয় বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। যেমন:

৮.১ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিকৃতি রোধ এবং লেনদেনের ইসলামী নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সুফল নির্ভর করে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উপর। তিক্ত হলেও সত্য যে, দেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতিও ঘটছে। এজন্য Islamization of the Islamic Banks-জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার লোকদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো (Al-Qurān, 4:136)।

লেনদেনে শরঈ নীতিমালা[২৬] অনুসরণ করা হলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

২৬. ইসলামী ব্যাংকসমূহের সব ধরনের চুক্তিপত্র, ডিপোজিট, বিনিয়োগ ও অন্যান্য কার্যক্রম শরী'আহ্‌র নীতিমালা/শরী'আহ্ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/ফাতওয়া এবং দেশের প্রচলিত আইন এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন ফরম, চুক্তিপত্র, ডিপোজিট ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত কতিপয় শর'ঈ নীতি:

চুক্তিপত্র সংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা

ক) শরী'আহ্‌তে মৌখিক চুক্তি বৈধ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যেহেতু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাই ব্যাংকের সকল চুক্তিপত্র লিখিত হতে হবে।
খ) চুক্তিপত্রে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক বা দুর্বোধ্য কোন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।
গ) এমন কোন শর্ত থাকতে পারবে না যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে।
ঘ) এমন কোন শর্ত থাকবে না, যাতে ভবিষ্যতে চুক্তিতে আবদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে।
ঙ) উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হতে হবে।
চ) চুক্তিপত্রে ২জন পুরুষ অথবা ১ জন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য থাকতে হবে।

ডিপোজিট সংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা

ক) ডিপোজিটের নিরাপত্তাবিধান।
খ) ডিপোজিটের অর্থ সর্বোচ্চ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে ডিপোজিটরদেরকে সর্বাধিক মুনাফা প্রদানের চেষ্টা।
গ) মুদারাবা নীতিতে গৃহীত ডিপোজিটের উপর নির্দিষ্ট শতকরা হারে মুনাফা নির্ধারণের পরিবর্তে মুনাফার অনুপাত নির্ধারণ করা।
ঘ) গৃহীত ডিপোজিটের উপর চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে লভ্যাংশ প্রদান।

৮.২ নিবিড় গবেষণা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক যুগোপযোগী ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট উদ্ভাবন

বিশ্বায়নের এই যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন ও পদ্ধতি নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত ব্যবসায়িক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট। বিশেষ করে গ্রাহকের নগদ টাকার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ ও সহজে অনুশীলনযোগ্য বিনিয়োগ প্রোডাক্ট প্রবর্তন খুবই জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নিবিড় গবেষণা। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয় গবেষণায় ঘাটতি রয়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো এককভাবে বা যৌথভাবে গবেষণার উদ্যোগ নিতে পারে।

৮.৩ মাক্বাসিদে শরী'আহ্‌র বাস্তবায়ন

ব্যাংকিং কার্যক্রমে *মাক্বাসিদে শরী'আহ্*[২৭] বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে

বিনিয়োগ সংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা

১. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে গ্রাহককে নগদ সুবিধা না দেওয়া।

২. ব্যাংকের নামে মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো নেওয়া। বিনিয়োগ গ্রাহক কোন কোম্পানির ডিলার হলে (যদি সেই কোম্পানি ব্যাংকের নামে ক্যাশমেমো দিতে রাজি না হয় সে ক্ষেত্রে) বিনিয়োগ গ্রাহকের নামে ক্যাশ মেমো নেওয়া যেতে পারে, তবে গ্রাহকের নিকট থেকে গ্রাহক যে কোম্পানির ডিলার সে কোম্পানি বরাবর লিখিত একটি লেটার অব অথরিটি নিতে হবে।

৩. অনিয়মের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় না করা।

৪. অস্তিত্বহীন সাপ্লায়ারের নামে বিনিয়োগ বিতরণ না করা।

৫. শরী'আহ্ নিষিদ্ধ পণ্যে বিনিয়োগ না দেওয়া।

৬. বাই বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রয় করার পূর্বে তার উপর ব্যাংকের ক্বব্দ অর্জন (হস্তগত) করা জরুরি। মালিকানা ও দখল ব্যতীত কোনকিছু ক্রয়-বিক্রয় শরীআহ্‌তে বৈধ নয়। তাই ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে কোন কিছু বিক্রয়ের পূর্বে তাতে বিক্রেতা হিসেবে মালিকানা ও দখল অর্জন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমার কাছে যা নেই তা তুমি বিক্রয় করো না'। (তিরমিযি, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৭. বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইসতিজরার ইত্যাদি ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক সাপ্লায়ার থেকে পণ্য বুঝে নেওয়ার রেকর্ড সংরক্ষণ।

৮. ইজারার ক্ষেত্রে সম্পদ ভাড়াযোগ্য হওয়ার পূর্বে ভাড়া আদায় না করা।

৯. বিনিয়োগের পণ্য/সম্পদ ক্রয়ের যথাযথ রেকর্ড/প্রমাণ সংরক্ষণ।

১০. এম.পি.আই.-এর ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে লেটার অব অথরিটি নেওয়া।

১১. বাইং এজেন্ট কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর ব্যাংক কর্তৃক বুঝে নিয়ে গ্রাহককে তা বুঝিয়ে দেওয়া।

১২. এইচপিএসএম এর ক্ষেত্রে সম্পদ ভাড়াযোগ্য অবস্থায় গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর।

১৩. ক্রয়প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলে তার যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ।

১৪. প্রকৃত বিক্রেতা বা সাপ্লায়ার থেকে ক্যাশমেমো নেওয়া। (বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যুকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং ৩, তাং ০৮.০৩.২০১৬)

২৭. *মাকাসিদে শরী'আহ*-এর শাব্দিক অর্থ শরী'আহ্‌র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলার কোনকিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। শরী'আহর প্রতিটি বিধানের পিছনে রয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যগুলোকেই মাকাসিদে শরী'আহ বলা হয়। মনীষীগণ বিভিন্নভাবে *মাকাসিদে শরী'আহ*কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইবনু 'আশুর *মাকাসিদ* বলতে শরী'আহর বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য (purpose) এবং তা বিধিবদ্ধ (enactment) করার পিছনে নিহিত তাৎপর্য/প্রজ্ঞা (wisdom) কে বুঝিয়েছেন।

পারে। ব্যাংকের ডিপোজিট সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, পাওনা আদায়, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক, গ্রাহক সেবা, শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অন্য সকল পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণসহ প্রতিটি বিষয়েই *মাকাসিদে শরী'আহ্* তথা শরী'আহ্‌র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বিনিয়োগের খাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব পাবে 'জরুরিয়াত'[২৮], এরপর 'হাজিয়াত'[২৯]; এসব চাহিদা ক্রমানুসারে পূরণের পর 'তাহসানিয়াত'[৩০]-এ বিনিয়োগ করা যাবে। সম্পদ বণ্টনের এ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গ্যারান্টি।

চিত্র-১৪: ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগের Priority Pyramid[৩১]

(Dusuki & Abdullah 2007, 35)

৮.৪ পাওনা পরিশোধে বিনিয়োগ গ্রাহকের অনিচ্ছাকৃত অপারগতা বিবেচনা

আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

২৮. জরুরিয়াত অর্থ জরুরি প্রয়োজন। যা ছাড়া মানুষের জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন, নিরাপত্তা ইত্যাদি।

২৯. হাজিয়াত অর্থ আরাম বৃদ্ধিকারী সামগ্রী। এমন সুবিধা যা ছাড়া মানুষের জীবন ভালভাবে বাঁচতে পারে না। ফার্নিচার, গাড়ি, টিভি, গরমের দেশে এসি, ঠাণ্ডার দেশে হিটার।

৩০. তাহসানিয়াত অর্থ বিলাসদ্রব্য/সামগ্রী। যেমন কার্পেট, দামি ফার্নিচার, দামি ব্রান্ডের গাড়ি ইত্যাদি।

৩১. পিরামিডের স্তরসমূহ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে গুরুত্বের তারতম্য নির্দেশ করে। এখানে স্পষ্টত বোঝা যায়, হাজিয়াত ও তাহসানিয়াত প্রয়োজনপূরণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

পিরামিডের স্তর তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা নয়, বরং একটি অপরটির সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং একটির উপর অন্যটি নির্ভরশীল। উপরের দিকে এবং নিচের দিকে চিহ্নিত তীরচিহ্ন বিনিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নমনীয়তা এবং পরিবর্তনের ম্যাকানিজম প্রকাশ করে। অর্থাৎ কখনও কখনও জনকল্যাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাসলাহার এক স্তরের কোন উপাদান উপরের স্তরে উন্নীত কিংবা নিচের স্তরে নেমে যেতে পারে। তবে এই নমনীয়তা অবশ্যই শরী'আহ্ নির্ধারিত গণ্ডির ভেতর হতে হবে। (Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. 2007)

যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর (Al-Qurān, 2:280)।

আলোচ্য আয়াতটি একইসঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের অত্যাবশ্যক এবং ঐচ্ছিক কর্তব্যের নির্দেশ করছে। অত্যাবশ্যক কর্তব্য হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সময় তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দেওয়া আর ঐচ্ছিক কর্তব্য হচ্ছে, তাকে মাফ করে দেওয়া। কুরআনের এই নির্দেশ পরিপালনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মানুষের কল্যাণে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।[৩২]

৮.৫ ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমে Uniformity, সমন্বয়, আন্তঃব্যাংক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, অসহযোগিতা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই প্রচলিত ব্যাংকসমূহের বিপরীতে জনকল্যাণ সাধনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে:

ক. অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ। এক্ষেত্রে AAOIFI কর্তৃক উদ্ভাবিত সমন্বিত হিসাব পদ্ধতি বিশ্বের বহু দেশে অনুসৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্যও তা মানদণ্ড হতে পারে।

খ. যৌথ প্রজেক্ট চিহ্নিতকরণ ও অংশগ্রহণ।

গ. বিভিন্ন অমীমাংসিত ইস্যুর শরঈ সমাধানের জন্য মত বিনিময়।

৩২. ইসলামী ব্যাংকসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এটা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের খেলাফ মনে হতে পারে। কিন্তু সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বর্তমান ইসলামিক স্কলারগণ ক্ষতিপূরণ আরোপকে বৈধ বলেছেন। কারণ, ব্যাংকের অধিকাংশ খেলাপী গ্রাহক বিত্তবান ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-গাড়ি সব ঠিকঠাক মতো চলছে। জীবন-যাপনের মানও ঠিক আছে এবং ব্যাংকের টাকা পরিশোধের জন্য সহায়ক পর্যাপ্ত সম্পদও তার রয়েছে। কিন্তু ব্যাংকের কাছে এসে ঋণ পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করছে। এরূপ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ নয়। অনেক গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে যে খাতে ব্যবসার কথা বলে বিনিয়োগ নেন, পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের সঙ্গে তার প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে তা অন্য খাতে ব্যবহার করেন। কিংবা বিনিয়োগের টাকা দিয়ে স্থায়ী সম্পদ কিনে ফেলেন। ফলে সময়মত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে পারেন না। এরূপ গ্রাহকও প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ নন। এদের সমস্যা টাকার নয়; বরং মানসিকতার। এদেরকে অবকাশ দেওয়া হলে তারা কোনদিন ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করবে না, এটাই স্বাভাবিক। এদেরকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া অর্থহীন। রাসূল ﷺ এর ভাষায় এরা জালিম। তিনি বলেছেন: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ 'সচ্ছল ব্যক্তির টাল-বাহানা করা জুলুম।' (Al-Bukhārī 1987, 2288, 2400; Muslim 2003, 1563)
অন্য হাদিসে এসেছে, لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ 'ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টাল-বাহানা করা তার সম্মানহানী ও শাস্তিকে হালাল বা বৈধ করে দেয়।' (Al-Bukhārī 1987, 24010)
অর্থাৎ ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি যদি কারো পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করে তাহলে তার গড়িমসি জুলুম হিসেবে গণ্য হবে এবং এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ হবে। তবে প্রকৃতপক্ষেই যদি কোন গ্রাহক দুর্দশাগ্রস্ত হন। তাহলে তার আবেদন ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে Islami Interbank Fund Market (IIFM) শক্তিশালীকরণ।

ঙ. আন্তঃইসলামী ব্যাংক বিশেষজ্ঞ বিনিময়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতার জন্য তাদের পারস্পরিক কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। যেমন একই এলাকায় একাধিক ইসলামী ব্যাংকের শাখা খুলে অনর্থক প্রতিযোগিতার চাইতে সমন্বয় ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আরো বেশি অঞ্চল তাদের নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে পারে। এতে করে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতা এড়াবার পাশাপাশি অধিক মাত্রায় উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৮.৬ সহযোগী সংযোগ প্রতিষ্ঠান (Supportive Linkage Institutions) প্রতিষ্ঠা

দেশের আর্থ-সামাজিক অধিকতর ভূমিকা পালনের জন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন আবশ্যক। মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সফল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে এম কবীর হাসান এবং এম মুজাহিদুল ইসলাম-এর উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য:

In order to function properly, any system should be embedded with link institutions. It has to depend on a number of link institutions and so is the case with banking. For identifying suitable projects, Islamic Banks can profitably draw the services of economists, lawyers, insurance companies, management consultants, auditors and so on. They also need research and training forums in order to promting entrepreneurship amongst their clients. (Hasan & Islam 2004, 56)।

অধ্যাপক শরীফ হোসেন বলেন, বর্তমান দুনিয়ায় ব্যাংক চালাতে হলে অনেক ধরনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান থাকা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন বীমা, অডিট, সুপারভাইজিং এজেন্ট, কালেকশন এজেন্ট, রেটিং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি (Hossain 2004, 235)।

৮.৭ ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস

সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়া যাবে না। তাই বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রোগ্রাম হাতে নিতে হবে। যেমন সুদের জাগতিক ও ধর্মীয় কুফল, ইসলামী ব্যাংকিং ও সুদি ব্যাংকিং-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য, জনকল্যাণে গৃহীত ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচি, স্কিম, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য উপযোগী ইসলামী ব্যাংকিং প্রডাক্টকে পরিচিত করে তোলার জন্য সভা, সেমিনার, গেট টুগেদার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন; এ সংক্রান্ত পুস্তিকা, হ্যান্ডবিল, লিফলেট, ফ্লায়ার ইত্যাদি প্রকাশনা ব্যাপকভাবে বিতরণ ইত্যাদি। আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের Orientation Program এর আয়োজন করা যেতে পারে। আহমদ আল নাজ্জার এর মতে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর

সফলতার জন্য প্রয়োজন Socio-cultural changes such as attitudes, motivations and aspirations. অর্থাৎ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যেমন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রণোদনা এবং আকাঙ্ক্ষা (El-Naggar 1978, N.P)।

৮.৮ ডিপোজিটর ও ডিপোজিটরদের এলাকাকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব প্রদান

ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস ডিপোজিটরগণ। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হলে বর্তমান ডিপোজিটরগণ আরো বেশি হারে ডিপোজিট রাখতে উৎসাহিত হবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে রক্ষিত ডিপোজিটকে লিয়েন রেখে এবং ব্যক্তিগত বা গ্রুপ গ্যারান্টির ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হলে ব্যাংকের ঝুঁকিও অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের প্রয়োজনীয়তা/দক্ষতা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরি করে তাতে অর্থায়ন করা যেতে পারে।

৮.৯ ইসলামী ব্যাংকিং-এর আসল সৌন্দর্য্য বিকাশে অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধি

The true alternative to the interest is profit and loss sharing (PLS) based on Musharakah and Mudarabah. অর্থাৎ, সুদের প্রকৃত বিকল্প হচ্ছে মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা (Usmānī 2002), যদিও ক্রয়-বিক্রয় বা ইজারা পদ্ধতিও সম্পূর্ণ শরী'আহ্ সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। তবে এসব পদ্ধতি প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং প্রোডাক্ট-এর সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায় বলে সাধারণ লোকদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেহেতু এখন একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে তাই ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রকৃত সৌন্দর্য লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮.১০ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প বিকাশে ব্যাপক সহায়তা ও পল্লী অঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অধিক সম্প্রসারণ

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্থপতি ড. হাবিব আল-নাজ্জার ১৯৬৩ সালে মিশরের মিত-গামারে ইসলামী ব্যাংকের যে বিস্ময়কর মডেল তৈরি করেছিলেন সেটিও ছিল আসলে একটি উপশহর এলাকা (Islam 2004, 56)। প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ৭৭% (BBS 2015)-এর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাত্র ৪১% শাখা রয়েছে। তাই সুদের করাল গ্রাস থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মুক্তকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মক্ষেত্রকে পল্লী এলাকায় সম্প্রসারিত করতে হবে। পল্লী এলাকায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্প্রসারণের ব্যাপারে অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত পল্লী এলাকা। কেবল নগরকেন্দ্রিক ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে আদৌ সক্ষম নয়। পল্লী এলাকায় মানুষের সততা আছে, উদ্যোগ আছে, উদ্যোম আছে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আছে। প্রয়োজনীয় পুঁজি ও পরামর্শ পেলে

তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের এক একটি কিংবদন্তী হয়ে উঠতে পারে' (Islam 2004, 23)।

চিত্র-১৫: গ্রামে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ৭৭% -এর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৪১% শাখা

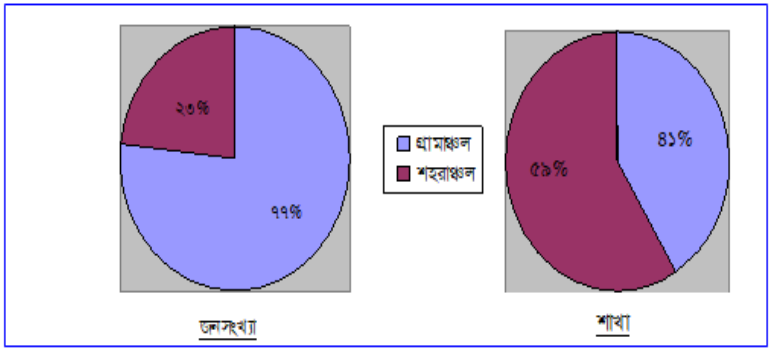

(BBS 2017)

৮.১১ দারিদ্র্য বিমোচনে যৌথ উদ্যোগ

বিনিয়োগ এবং অন্যান্য পরিকল্পনায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর Financing need বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। গরিব-দুঃখী অসহায় মানুষদের Poverty Trap থেকে বের করে আনা এবং তাদেরকে বেসরকারী সংস্থা (NGO)-এর জুলুম থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব পরিমণ্ডলে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় একটা দাতব্য ফান্ড গড়ে তুলতে পারে। দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালায় যা থাকতে পারে:

ক) একটি দাতব্য তহবিল গঠন।

খ) দাতা (ডিপোজিটর, শেয়ারহোল্ডার, কর্মকর্তা/কর্মচারী, গ্রাহক ও সরবরাহকারী) কর্তৃক উক্ত তহবিলে স্বেচ্ছায় অনুদান প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।

গ) বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় গ্রাহকদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা।

ঘ) উপরিউক্ত সামাজিক ও পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিনিয়োগ কোটায় উল্লেখিত ক্ষেত্রসহ দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টার্গেট গ্রুপ, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ।

ঙ) দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন বা ট্রাস্ট গঠন।

বিপুল সম্পদের অধিকারী ব্যাংকের এমন গ্রাহক, শিল্পপতিদেরকে তাদের মালিকানাধীন কারখানার মধ্য থেকে একটি/দুটি জনকল্যাণে ওয়াক্ফ করে দিতে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত ওয়াক্ফ ফান্ড বা ট্রাস্টগুলো নিয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করে এর আয়কে পরিকল্পিতভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করা যেতে পারে (Hannan 2008, 3)।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য কোম্পানি মিলে তাদের যাকাত ও মুনাফার একটি অংশ দিয়ে একটি যৌথ ফান্ড গড়ে তুলতে পারে। যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণধর্মী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন:

১. কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা।
২. ঋণগ্রস্ত প্রান্তিক কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণ।
৩. দরিদ্র কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ।
৪. দরিদ্র প্রসূতিদের ব্যয় নির্বাহে সহযোগিতা।
৫. পুষ্টিহীন দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্য।
৬. অনুন্নত এলাকায় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা।
৭. দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।
৮. দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইনসস্টিটিউট স্থাপন।
৯. দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।[৩৩]
১০. অন্যান্য পেশাগত কর্মসংস্থান।[৩৪]
১১. গৃহায়ন কর্মসূচি।[৩৫]
১২. উপার্জনে অক্ষম নাগরিক এবং হাওড় ও মঙ্গাপীড়িত এলাকায় বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি।[৩৬]

৮.১২ ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর ব্যাপক প্রচলন: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঘটাতে পারে এক মহান বিপ্লব

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে আরো বেশি ভূমিকা পালনের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্টের মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহের উপর সকল ইসলামী ব্যাংকের আরো জোর দেওয়া উচিত। সম্প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ায়

৩৩. মহিলাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সেলাই, কাটিং, নিটিং, এমব্রয়ডারি, বুটিক, ফেব্রিক্স প্রিন্ট, ফুল, চামড়া ও কাপড়ের সৌখিন সামগ্রী, উলের কাজ ইত্যাদি শেখানোর জন্য জেলা ও থানাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে গ্রামীণ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সংসারে সচ্ছলতা আনতে পারবে।

৩৪. ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদন, পেশাগত সরঞ্জাম ক্রয়, সংযোজন ও মেরামত (যেমন রিক্সা, ঠেলাগাড়ি তৈরি ও মেরামত, সেলাই মেশিন ক্রয়/মেরামত, মাছ ধরা এবং চাষাবাদের সরঞ্জাম তৈরি ও মেরামত, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী মেরামত ইত্যাদি), ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসা (যেমন মুদী দোকান, চায়ের দোকান, টেইলরিং, মাছর ও সবজির ব্যবসা, মৌসুমী ফলের ব্যবসা, ফেরিওয়ালা) ইত্যাদি।

৩৫. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসব পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই প্রস্তাবিত যৌথ কল্যাণতহবিল থেকে পর্যায়ক্রমে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩৬. উপার্জনে অক্ষম দেশের প্রতিবন্ধী, অতিবৃদ্ধ, পঙ্গু কিংবা অসুস্থতার কারণে স্থায়ীভাবে কর্মে অক্ষম লোকদের পুনর্বাসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বর্তমান উদ্যোগের পাশপাশি বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। হাওড় ও মঙ্গাপীড়িত এলাকায় স্বল্পমেয়াদে উৎপাদনযোগ্য শস্য আবাদে সহযোগিতা, সংকটকালে বিশেষ কর্মসূচি চালু করে সেখানকার মানুষের কর্মসংস্থানে ও দারিদ্র্য নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে।

দারিদ্র্য সমস্যার প্রতিকারে জনসাধারণ থেকে ফান্ড কালেকশনের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি বিকল্প হাতিয়ার হিসেবে ইসলামের ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণালব্ধ একটি চমৎকার মডেল উপস্থাপন করেছেন সেদেশের তিনজন স্কলার Dian Masyita, Muhammad Tasrif ও Abdi Suryadinata Telaga। উক্ত মডেলে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখানো হয়েছে। ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত মডেলটি মূল ইংরেজি থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঈষৎ পরিবর্তন করে বাংলায় উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র-১৬: ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার একটি মডেল: যাতে ইসলামী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শিত হয়েছে

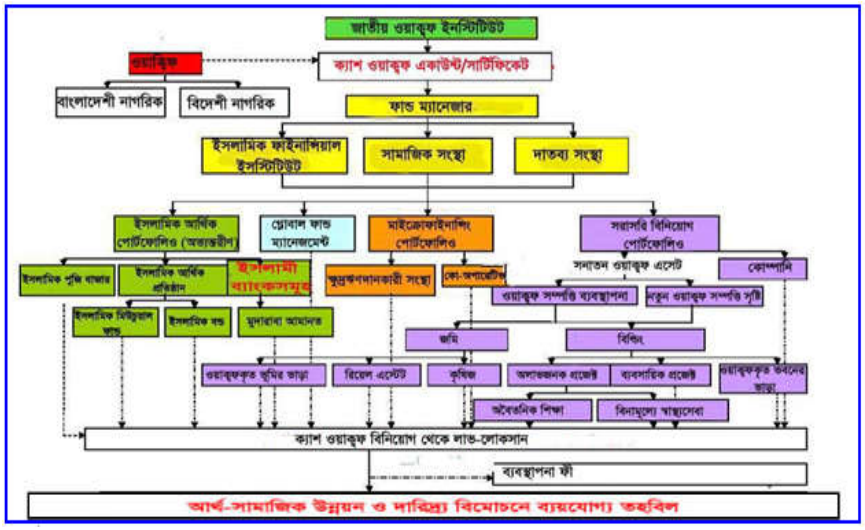

(Masyita, Tasrif, & Telaga 2005)

৮.১৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন: Islamic Man (ব্যাংকার/গ্রাহক/উদ্যোক্তা) তৈরির পরিকল্পনা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য রেডিমেড ইসলামী লোক পাওয়া যায় না। তাই Islamic Man তৈরির জন্য পরিকল্পিতভাবে ইসলামী ব্যাংকিং জনশক্তিকে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। Internal Control System এর মূলে থাকতে হবে Islamic Man। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল আউয়াল সরকার এক নিবন্ধে গ্রাহকদের পরিকল্পিতভাবে Islamic Man-এ পরিণত করার উদ্যোগ হিসেবে Entrepreneurship Development Institute (EDI) প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছেন (Sarker 2009, 117)।

অন্যদিকে অসৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য ইসলামী উদ্যোক্তা তৈরির কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

আলেমদেরকে আর্থিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উলামা ক্লাস্টার বা উলামা ফাইনান্সিং স্কিম চালু করা যেতে পারে।

৮.১৪ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি/বোর্ড-এর সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন

সত্যিকার অর্থে শরী'আহ্ পরিপালনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার সার্বিক কল্যাণে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত করতে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডকে Active ও Effective ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য উদ্দেশ্য তথা ইসলামী শরী'আহ্র লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার ব্যাপারে এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাংকের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি/বোর্ড/কাউন্সিল যথাযথ গাইডলাইন তৈরি করবে। এজন্য শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটিকে শক্তিশালী করতে হবে। ব্যাংকের গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ীদের মৌলিক দাবী হচ্ছে ব্যাংকিং কার্যক্রমে পুরোপুরি শরী'আহ্ পরিপালন। এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি বা বোর্ড।

ইসলামী শরী'আহ্র যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংক গুলোর শরী'আহ্ অডিটকে আরো কার্যকর করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে Internal Audit-এর পাশাপাশি External Audit-এরও ব্যবস্থা করা যায়। শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডের সদস্যগণ ব্যাংকিং অর্থনীতি বিষয়ে আরো গভীর জ্ঞান লাভের জন্য অর্থনীতি, ফাইনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পারেন। Academician এবং Practitioner-দের মধ্যে মতবিনিময় বাঞ্ছনীয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন অমীমাংসিত ব্যাংকিং বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার জন্য ফকীহ সদস্য ও অর্থনীতি-ফাইনান্স-ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ডায়ালগ-এর ব্যবস্থা করতে পারে। যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বিভিন্ন ইস্যুর শরঈ সমাধান।

৯. উপসংহার

যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাব, বিশেষ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত বহুমুখী উদ্যোগ ও ব্যাপক কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য বিবরণ উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার কুটিরশিল্প, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেমের পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক ফলাফল পেতে হলে একটি ইসলামী সামাজিক কাঠামোর ভেতরে এসব নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ, জীবন ও সমাজের জন্য ইসলামের বিধানসমূহ অবিভাজ্য ও পূর্ণাঙ্গ। যার আংশিক বাস্তবায়ন কখনই পূর্ণাঙ্গ সফলতা বয়ে আনে না। দরিদ্র হলেও এদেশের মানুষের মধ্যে আছে

পরিশ্রমপ্রিয়তা, সততা ও কর্মনিষ্ঠা। সুষ্ঠু পরিকল্পনার আলোকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরে সহায়তার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আরো বেশি অবদান রাখতে পারে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2015. Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) No. 7, Manama, Bahrain.

Ahmad ibn Hambal. 1999. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Ahmad, Fakruddin. 2006. "Islame Sud Haram". *Monthly Prithibi*, October Issue, 60.

Ahmad, A.K.M Nazir. 1998. *Islamer Dristite Unnati*. Dhaka: Annur Prokashon.

Annual Report of IBs 2019. Annual Report of Islamic Banks of Bangladesh 2019, Al Arafah Bank Limited; Exim Bank Limited; First Security Islami Bank Limited, ICB Islami Bank Limited.; Islami Bank Bangladesh Limited; Shahjalal Islami Bank Limited, Social Islami Bank Limited; Union Bank Limited.

Albalagh. 2021. Accessed Feb.18, 2021. http://www.albalagh.net/Islamic_economics/riba_ judgement.shtml

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muhammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Tirmīdhī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1998. Jāmi' al-Tirmīdhī. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmiyyah.

Al-Qaradawī, Yūsuf. 1991. Islame Orthonoitik Nirapotta. Translated by: Abdul Kader. Dhaka: Srijon Prokashoni LTD.

Bangladesh National Portal. 2020. "Bangladeshke Janun". Last modified December 2, 2018. https://bangladesh.gov.bd/site/page/812d94a8-0376-4579-a8f1-a1f66fa5df5d

BB, Bangladesh Bank. 2017. "Annual Report, 2016-2017".

BB Guidelines, Bangladesh Bank Guidelines for Islamic Banking 2009. BRPD Circular no. 15/2009. Accessed Feb. 17, 2021. https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/islamicbanking/guideislamicbnk.pdf

BB, Bangladesh Bank. 2015. "Developments of Is. Banking in Bangladesh July-Sep 2015". Accessed Feb. 17, 2021. https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/jul_sep _2015.pdf

BB, Bangladesh Bank. 2016. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Bangladesh Bank, Oct-Dec 2016 issue. https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/oct _dec _2016.pdf

BB, Bangladesh Bank. 2019-A. "Developments of Islamic Banking, October-December 2019". Accessed Feb. 17, 2021. https://www.bb.org.bd › islamic_banking › oct_dec_2019

BB, Bangladesh Bank. 2019-B. Scheduled Banks Statistics, Oct-Dec'2019.

BB, Bangladesh Bank. 2019-C. Financial Stability Report 2019. Issue-10.

BB, Bangladesh Bank. 2020. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, Bangladesh Bank, April-June 2020 issue. https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/apr-jun_2020.pdf

BER, Bangladesh Economic Review. 2017. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

BER, Bangladesh Economic Review. 2019. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

BER, Bangladesh Economic Review. 2020. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Begum, Manju Ara. 2019. "Mansommoto Shikkha Bonam Bekarotto" *Jugantor,* Jan. 25.

Commonwealth Legal Information Institute. 2021. Accessed Feb. 17, 2021. http://www.commonlii.org/my/legis/consol_act/iba1983131/

Daily Alokito Bangladesh, Nov. 16, 2017

Daily Amardesh, Feb. 15, 2009,

Daily Amader Somoy, Sep. 9, 2009; Jul. 2, 2017.

Daily Bonik Barta, Jun. 23, 2013; Feb. 11, 2018; Nov. 25, 2020.

Daily Ittefaq, Aug.25, 2008; Nov. 19, 2016.

Daily Inqilab, Jul. 16, 2017; Jan. 5, 2019.

Daily Janakantha, Nov. 14, 2009.

Daily Jugantor, Jan. 27, 2021.

Daily Kalerkontho, Sep. 23, 2020;

Daily Naya Diganta, Aug. 16, 2009; Feb. 5, 2018; Feb. 25, 2018.

Daily Prothom Alo, Mar. 2, 2014; Feb. 5, 2016; Jan. 20, 2019.

Daily Sangbad, Apr. 1, 2014

Daily Star, Aug. 30, 2018;

DSE, Dhaka Stock Exchange 2020. Accessed Dec. 22, 2020. http://www.dsebd.org/

Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. 2007. "Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility" *American Journal of Islam and Society*, *24*(1), 25–45.

El-Naggar, Ahmad 1978. "I*slamic Banks: A Model and the Challenge, in Gauhar,' The Challenge of Islam*" N.P: Islamic Council of Europe.

Farook, Sayd. 2007. `*On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions*', Islamic Economic Studies, Vol. 15, No. 1, P-40

Global Finance. 2020. Accessed Dec. 22, 2020. https://www.gfmag.com/topics/blogs/ islamic-finance-covid-19-coronavirus)

Hannan, Shah Abdul, 2008. *Daridro Bimichone Waqf, Khudro Biniog, Zakat O Oshorer Bhumika..* Dhaka: Public Relation Division, IBBL.

Haque, M Azizul. 2003. *Daridro Bimochon o Unnoyone Islmi Banking*. Orthoniti Gobeshona. p-76

Hasan, Abul; Chachi, Abdul Kader & Latif, Salma Abdul 2008. "Islamic Marketing Ethics and its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry" JKAU: Islamic Econ., Vol. 21 No. 1, 27-46 http://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153881_IEI-VOL-21-1-06E-AbulHasan.pdf

Hasan, M. Kabir & Islam, M. Muzahidul 2004. "Islamic Banking Movement in Bangladesh" *Daily Sangram*, 21st Anniversary of IBBL Issue.

Hossain, Professor Muhammad Sharif, 2004. "Daridro Bimochon: Islami Koushal" *Thoughts on Economics*, April-June issue.

Hussain, Professor Muhammad Sharif, 2004. "Islami Bank Babosthar Shresthotto" *Daily Sangram*, 21st Anniversary of IBBL Issue. Mar. 31.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab'ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan.* Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah.

IERB, 2003. Text Book on Islamic Banking.

Islam, Muhammad Muzahidul. 2002. "*Daridro Bimochon: Procholto Koushal Bonam Islami Koushal*" Orthoniti Gobeshona, 2, 26-27.

Islam, Muhammad Muzahidul, 2004. "Islami Banking-a Shariah Poripalon: Bank O Biniog grohitar Dristikon Theke" *Islami Banking*, 3rd & 4th Issue, 56.

Islam, Muhammad Muzahidul, 2004. "Bangladeshe Islami Banking: Safollo-Oshafollo, Somshya O Diknirdeshona" *Daily Sangram*, 21st Anniversary of IBBL Issue. Mar. 31.

Kashem, Abul. 2016. "Oproyojoniyo Shikkha Bekarotto Barachse" *KalerKnotho*, Mar. 1.

Lopes, Nuno Vasco-editor, Baguma, Rehema-editor. 2020. *Developing Knowledge Societies for Distinct Country Contexts*. Hershey PA, USA, IGI Global.

Mannan, Muhammad Abdul. 2008. *Islami Bankbabostha.* Dhaka: Central Shari`ah Bard for Islamic Banks of Bangladesh.

Mannan, Muhammad Abdul. 2013. *Manabkontho,* Apr. 24.

Masyita, Dian; Tasrif, Muhammad & Telaga, Abdi Suryadinata 2005, "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia" Econpapers, Feb. 21, 2021. http://www.iefpedia.com/english /wp-content/uploads /2009/09/A-Dynamic-Model-for-Cash-Waqf-Management-as-One-of-The-Alternative-Instruments-for-the-Poverty-Alleviation-in-Indonesia.doc.

Miah, Md. Abdul Hamid. 2018. *395 Days in IBBL: Challenges Lead to Success*. Dhaka: Public Relations Division, Islami Bank Bangladesh Limited.

Mohon, Iqbal Kabir. 2018. Waqf: Duniya Akhirate Kollaner Sopan. Dhaka; Goodwork Prokashoni

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Saḥīḥ*. Beirut: Dār al-Fikr.

Salam, Md. Abdus, 2014. "Probbiddi O Tekshoi Unnayan: Bikolpo Arthik Babostha" *Islami Banking*, January issue, 87-95.

SANEM, South Asian Network on Economic Modeling. 2021. "Mohamarite Daridro Digun Bere 42%" bdnews24.com , Jan.23 accessed Feb21, 2021. https://bangla.bdnews24.com /economy/article1851525.bdnews

SDG Tracker. 2021. SDG Handbook . Feb. 24, https://www.sdg.gov.bd/public/img/upload/ resources/5d36ae0403fad_doc_file.pdf

Sarker, Abdul Awal, 2009. "Islami Shariah Poripalon Amantkari O Biniog Grahoker Dristibhongir Nirikhe" *Islamic Banks Central Shari`ah Board Journal*, 2nd issue, 117

SNN24, *Search News Network24*, Nov. 27, 2017. http://www.snn24.com/sn-31428

UN, United Nations 1948. Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/document/udhr/

UNDP, United Nations Development Programme. 2021. "Human Development Report 2007/08". Dec. 28 http://hdr.undp.org.

UNDP, UNDP Bangladesh. 2021. Accessed Feb 21, 2021. http://www.bd.undp.org/content /bangladesh/en/home/sustainable-development-goals.html

Usmānī, Maulana Justice Muhammad Taqī, 2008. *Sud Nishiddo Pakistan Supreme Couter Oitihashik Ray.* Translated by Professor Muhammad Sharif Hossain. Dhaka: IERB.

Usmānī, Maulana Justice Muhammad Taqī, 2002. *The Historic Judgment on InterestGiven by the Supreme Court of Pakistan.* https://www.albalagh.net/Islamic_economics/riba_ judgement.pdf

Usmānī, Maulana Justice Muhammad Taqī, 2009. *Amardesh, Feb. 14.*

Yunus, Muhammad. 2009. "Daridromukto Bishwa Kokhon Kivabe Sombhob?" *Monthly Banker* 21:7, 7.